সাধ্বী কুমারী ক্যাথেরাইণ।

কলিকাতা।

২০ নং পটুয়াটোলা লেন, মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে

পি, কে, দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

১৮১৭ শক।

সূচী।

সাধ্বী কুমারী ক্যাথেরাইণ।

বাল্যজীবন।

১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইটালিদেশস্থ টস্‌কানি প্রদে-শের অন্তর্গত সায়েনা নগরে ক্যাথেরাইণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জ্যাকোমো ও মাতার নাম লাপা। জ্যাকোমো অতি সরলচিত্ত, বিনীত, ধর্ম্মভীরু এবং সচ্চরিত্র লোক ছিলেন। লাপা নিতান্ত সাধ্বী পরিশ্রমশীলা, দূরদর্শিনী ও গৃহকার্য্যে সুদক্ষা নারী বলিয়া পরিগণিত হইয়া-ছিলেন। ফলতঃ তাঁহারা উভয়ে পবিত্র ভাবে ও নির্ম্মল প্রেমে সম্মিলিত হইয়া কালযাপন করিতেন। এই পরিবারটি অতিশয় সুখী পরিবার ছিল। তাঁহা-দের হৃদয় এরূপ সংযত ছিল যে, কখন কোন কার্য্যে বা বাক্যে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইত না। সাধু দৃষ্টান্ত ও পবিত্র জীবনের এমন প্রভাব যে, তাঁহা-দের সংসর্গে তাঁহাদের পুত্র কন্যার মনও পবিত্রতায়

সংগঠিত হইয়াছিল। একদা বোনাবেঞ্চুরানাম্নী তাঁহাদের এক জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহের পর স্বামিগৃহে বাস করিতে যান। স্বামীর নাম নিকলস, তাঁহার বন্ধু বান্ধবেরা তাদৃশ ধার্ম্মিক ও গম্ভীরপ্রকৃতি লোক ছিল না। তাহারা সচরাচর নিকলসের গৃহে যাতায়াত করিত, এবং প্রসঙ্গচ্ছলে নানা প্রকার বাচালতা ও কুৎসিত ভাব প্রকাশ করিত। নিকলসও সেই কুৎসিত আমোদে যোগ দান করিতেন। বোনাবেঞ্চুরা স্বামীর ঈদৃশ ব্যবহার দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণা ও চিন্তিতা হইলেন, এবং সেই ভাবনাতে তাঁহার শরীর অতিশয় দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িল। একদিন নিকলস তাঁহার রোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে তিনি বলিলেন, "আমি পিতৃগৃহে এরূপ অসৎ প্রসঙ্গ কখন শ্রবণ করি নাই যেমন তোমার গৃহে শ্রবণ করিতেছি। আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; অতএব আমি তোমায় নিশ্চয় বলিতেছি যদি এই গৃহে এরূপ অসাদালাপ হয় তবে আমার জীবন একান্তই নিঃশেষ হইবে।" এই কথা শ্রবণে নিকলসের হৃদয়ে পুণ্যভাবের সঞ্চার হয় ও পত্নীর প্রতি তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা

জন্মে, এবং তদবধি তাঁহার বাক্য সংযত ও আচরণ পরিশুদ্ধ হয়। বস্তুতঃ জ্যাকোমো ও লাপার চরিত্রের এতদূর প্রভাব ছিল যে, সেই স্বর্গীয় আলোক কন্যার ভিতর দিয়া সঞ্চারিত হইয়া অপরের চিত্তকেও পরিবর্ত্তিত করিয়া তুলিল।

ক্যাথেরাইণের পিতা ঊর্ণ রঙ্গিণ করার কার্য্য করিতেন। এই জন্য তাঁহাকে সকলেই রঙ্গওয়ালা বলিয়া ডাকিত। লাপার অনেক গুলি কন্যা ও পুত্র সন্তান জন্মিয়াছিল, তন্মধ্যে দুইটী কন্যা অতিশয় রুগ্না ছিল। লাপা শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ঐ কন্যা দুইটীকে লালন পালন করিতে অসমর্থ হইয়া একটি আগন্তুক লোকের হস্তে তাহাদের প্রতিপালনের ভার সমর্পণ করেন। সেই দুই কন্যার মধ্যে প্রথমার নাম ক্যাথেরাইণ ও দ্বিতীয়ার নাম জেন। জেনের শৈশবাবস্থাতেই মৃত্যু হয়। সুতরাং ক্যাথেরাইণের প্রতি জননীর সমুদায় প্রেম ও স্নেহ সঞ্চারিত হইল। লাপা কেবল ক্যাথেরাইণের সুকোমল মুখ দর্শন করিয়া শোকযন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। অতি শৈশবাবস্থা হইতেই ক্যাথেরাইণের হৃদয়ক্ষেত্রে ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

তৎকালে তিনি বড় প্রিয়দর্শন ছিলেন, এজন্য যে তাঁহাকে দেখিত সে তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। তাঁহার কথাও অতিশয় সুমিষ্ট ছিল। আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশিগণ তাঁহার বাল্যসুলভ মধুরতায় ও বুদ্ধির মনোহর চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে গৃহান্তরে লইয়া যাইতেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার সহবাসে এতাদৃশ আনন্দ লাভ করিতেন যে, তাঁহাকে ক্যাথেরাইণ না ডাকিয়া "ইউকোজাইন" (আনন্দদায়িনী) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ক্যাথেরাইণের শৈশবাবস্থাতেই ভাবী জীবনের উচ্চ লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার কথায় এরূপ অদ্ভূত অলৌকিক প্রভাব ছিল যে, তৎশ্রবণে প্রাণ ঈশ্বরের চরণে স্বভাবতঃ প্রণত হইয়া পড়িত। কোন বিষণ্ণচিত্ত ব্যক্তি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলে তাহার হৃদয়ে বিষণ্ণতার পরিবর্ত্তে তৎক্ষণাৎ প্রফুল্লতার সঞ্চার হইত, দুঃখ দুর্ভাবনা বিদূরিত হইত। কথিত আছে যে, ক্যাথে-রাইণ পাঁচ বৎসরের সময় হইতেই দৃশ্য পদার্থ হইতে অদৃশ্য পদার্থে মনকে স্থাপিত রাখিতে চেষ্টা করি-য়াছিলেন। এই অসহায় বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার

কোমল জীবনতরুর উপর ঈশ্বরের কৃপাবারি বর্ষিত হইতে লাগিল।

বাল্যকালেই ক্যাথেরাইণের মনে উদাস ভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল। সেই জন্য তিনি অপরা বিদ্যার প্রতি তাদৃশী অনুরাগিণী ছিলেন না। বালিকারা স্বভাবতঃ বাল্যক্রীড়ায় আসক্ত হয়, তিনি তাহাতে বড় প্রীতি লাভ করিতেন না। কেবল সাধুজীবন পাঠ করিতেই তাঁহার মন ব্যাকুল ছিল। তিনি অবকাশ পাইলেই ঐরূপ জীবনপুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার নির্জ্জনপ্রিয়তা অধিক বাড়িতে লাগিল। যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই তাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তিনি তজ্জন্য নির্জ্জনে ধ্যান ও প্রার্থনায় নিযুক্ত থাকিতেন। তখন হইতে ক্যাথেরাইণ যৌবনের তেজ ও উগ্র ভাব বিদূরিত করিবার জন্য সংগোপনে অনেক কঠোর ব্রত অবলম্বন করিলেন। তিনি আহার কমাইলেন, মাংস ভোজন পরিত্যাগ করিলেন। ক্যাথেরাইণের সাধুদৃষ্টান্তে প্রতিবেশিনী বালিকাগণ বড় আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা প্রায় তাঁহার নিকট

ধর্ম্মকথা ও ভাল ভাল গল্প শুনিতে আসিত। অজ্ঞাতসারে তাঁহার পবিত্র জীবনের আলোক তাহাদের অন্তঃকরণে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। তদবধি তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠার অনুকরণের ইচ্ছা তাহাদের মনে প্রবল হইল। এইরূপে ক্যাথেরাইণ উৎসাহিত হইয়া আপন জীবন আরও উচ্চপথে চালনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার হৃদয়ে ঘোর সংগ্রাম হইতেছিল। ভাবী জীবন কিরূপে চলিবে, বাস্তবিক আমার জীবনের পরিণাম কি, সময়ে সময়ে এই চিন্তাতে তিনি একান্ত মগ্ন থাকিতেন। যৌবনের প্রারম্ভে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়, সেই বিকাশে চিত্ত দুই দিকে আন্দোলিত হইতে থাকে। তখন কাহার গতি ধর্ম্মজগতে, কাহার বা সংসারপথে হয়। সুতরাং উদাসীন মন ধর্ম্মজগতে প্রবেশ করে, আর সুখার্থী চিত্ত পৃথিবীর বিলাসের নিকট পদানত হয়। যৌবনকুসুম প্রস্ফুটিত হইবার অনতিকাল পূর্ব্বে চিত্ত বৈরাগ্যের আলোকে আলোকিত ছিল বলিয়া তিনি মনে মনে উচ্চতম ব্রত গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন।

একদা প্রত্যুষে ক্যাথেরাইণ নির্জ্জন স্থান অন্বেষণ করিবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইলেন। অবশেষে এক জনশূন্য উপত্যকা দেখিতে পাইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া পরমেশ্বরের আরাধনায় মগ্ন হইল। এক একবার সংসার শয়তানের রূপ ধরিয়া তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হয়, এবং নানা প্রলোভনের কথা বলে, আবার ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনায় মগ্ন হইলে তিনি সে শব্দ আর শুনিতে পান না। কিন্তু পরিশেষে ক্যাথেরাইণ কৌমার্য্য ব্রতাবলম্বনে দৈবপ্রেরণা লাভ করিয়া চিরপ্রসন্ন ও শান্ত হইলেন। তখন তিনি শরীর মন বিশুদ্ধ করিতে যত্নবতী হইলেন ও ঈশ্বরের একান্ত প্রিয় হইতে ও তাঁহার প্রসন্নানন দেখিতে সাধন করিতে লাগিলেন, চির কৌমার্য্য ব্রতের নির্ম্মলতার জন্য ব্যাকুল হইলেন। সংসারের প্রলোভন ও নানা বিভীষিকা দেখিয়া গলদশ্রু লোচনে ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিলেন, "প্রভো! আমি তোমার নিকট এই ভিক্ষা চাহিতেছি যেন

তোমা ভিন্ন আর কাহাকে পতিরূপে বরণ না করি, আমি যেন সাধ্যানুসারে আপনাকে শুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারি"। এই প্রার্থনাতে তিনি বিশেষরূপে বল লাভ করিয়া দিন দিন শুদ্ধতাতে উন্নত হইতে লাগিলেন। ক্যাথেরাইণ ঈশার স্বর্গীয় জীবনের অগ্নিতে আত্মনিগ্রহ করিলেন, নির্দ্দোষ কোমল শরীরকে নিগ্রহ করিয়া অপূর্ব্ব ভাগবতী তনু প্রাপ্ত হইলেন। ফলতঃ তিনি পৃথিবীর সুখ ও বিলাসের নিকট মৃত হইলেন। এই সময়ে কয়েক জন যোগীকে ধর্ম্মবন্ধুরূপে লাভ করিয়া তাঁহাদের সহিত সৎ প্রসঙ্গে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে যেমন তাঁহার তরুণ তনু দিন দিন স্বর্গীয় কান্তি বিস্তার করিতে লাগিল, তৎসঙ্গে সঙ্গে তাঁহার আত্মা বিশ্বাস আশা ও প্রেমে সমুন্নত হইতে আরম্ভ করিল।

জীবনের পরীক্ষা।

লুথার কর্ত্তৃক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসংস্কারের পূর্ব্বে ইউরোপ প্রদেশে দ্বাদশ বর্ষীয়া বালা বিবাহযোগ্যা বলিয়া পরিগণিত হইত। অদ্যাপি ক্যাথলিক সম্প্র-

দায়ের মধ্যে ঐ বয়স ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া পরিগণিত আছে, কিন্তু সভ্যতার প্রাদুর্ভাবে অধিকাংশ স্থলে সে বিধি আর প্রতিপালিত বা রক্ষিত হয় না। ক্যাথেরাইণকেও ঐ বয়সে বিবাহের জন্য উৎপীড়িত হইতে হইয়াছিল। তাঁহার জনক জননী ও ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে পরিণীত করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন। জননী তাঁহার গুণানুরূপ পতির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে তিনি অন্য ভাবে জীবন যাপন করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন না। সুতরাং জননী ক্যাথেরাইণের চাঁচর কেশ বন্ধন ও তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অলঙ্কারে সুশোভিত করিতে যত্নবতী হইলেন। জননীর ঈদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি অন্য বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরে মাতা বা দুঃখিতা হন,এজন্য প্রকাশ্য ভাবে বড় তাহার প্রতিবাদ করিতে চাহিলেন না। তখন তিনি মাতার নিকট অবনত মস্তকে অনিচ্ছা পূর্ব্বক বাধ্যতা স্বীকার করিলেন। বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত হইলে "মনুষ্য অপেক্ষা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়স্কর কার্য্য" কন্যার মুখে এই

রূপ প্রতিবাদের কথা শুনিয়া লাপা নিতান্ত দুঃখিতা হইলেন। এক্ষণ একান্ত নিরুপায় দেখিয়া তিনি তাঁহার অপর এক বিবাহিতা তনয়াকে এ বিষয়ে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন। ইহার কারণ এই যে, ক্যাথেরাইণ তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন, তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরাগিণী ও পক্ষপাতিনী ছিলেন। তাঁহার ভগ্নী কথোপকথনে ক্যাথেরাইণের মনের সঙ্কল্প পরিবর্ত্তিত করিতে বার বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

জ্যেষ্ঠা তনয়ার চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়া তাঁহার পিতা স্বয়ং পাত্র স্থির করিয়া ক্যাথেরাইণকে উদ্বাহসূত্রে বদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদা কয়েকটি সঙ্গী সহ সেইপাত্রকে গৃহে আনিয়া ক্যাথেরাইণকে তথায় ডাকিলেন। তিনি সেই কয়েক জনকে দেখিবামাত্র কালসর্প মনে করিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন। পরিণয়ার্থী হইয়া যিনি আসিয়াছিলেন তিনি ক্যাথেরাইণের নিকটে যেমন বসিতে উদ্যত হইলেন ভয়ানক জন্তু কি বিষাক্ত সর্প দেখিলে লোকে যেমন

ত্রস্ত হইয়া হতবুদ্ধি হয়, তখন ক্যাথরাইণও সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি গৃহের ভিতরে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন, এবং এক এক বার গবাক্ষ দিয়া উকি মারিয়া ঐ দুরন্ত ভীষণ দৈত্যেরা গিয়াছে কি না দেখিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী আসিয়া তাঁহাকে এইরূপ তিরস্কার করিলেন, "তাঁহাদের কাছে বসিলে তুমি কি নরকে ডুবিতে ?" ক্যাথেরাইণ নাকি তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন, তাই ভগ্নীর কথা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন, এবং গলদশ্রু লোচনে বলিতে লাগিলেন, "আমিত পুণ্যবতী নই, আমার অনেক দোষ আছে।" তাঁহার সেই বিষয়ে অনুতাপ ও দুঃখ পূর্ণ মুখশ্রী দর্শন করিয়া বেনাবেঞ্চুরা লজ্জাবনত মুখে ক্ষণকাল স্থির ভাবে তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার প্রিয়মতা ভগ্নীর মৃত্যু হইল। তাঁহার বিরহে ক্যাথেরাইণের হৃদয়ে শোকানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি নাকি সমস্ত দিন প্রার্থনা ধ্যান ও পরসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন, তজ্জন্য সেই শোক তাঁহাকে বড়

কাতর করিতে পারে নাই, প্রত্যুত এই ঘটনাতে তাঁহার বৈরাগ্য আরও বাড়িল। তিনি সংসারের অসারতা আরও ভালরূপে প্রতীতি করিলেন, এবং ঈশ্বরসেবাতে তাঁহার অনুরাগ ও উৎসাহাগ্নি অধিকতর প্রদীপ্ত হইল। এই সময় হইতে তিনি পরম ধার্ম্মিক ম্যাক্‌ডেলেনার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইলেন। ম্যাক্‌ডেলেনা তাঁহাকে বোধ হয় পরীক্ষা করিবার জন্যই তাঁহার পরিণয়ে আত্মীয়বর্গকে পুনরায় উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহার বাক্য শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া কিছু উৎসাহিত হইলেন, এবং বলপূর্ব্বক ক্যাথেরাইণকে পরিণীত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুতে লাপা নিতান্ত খিদ্যমানা, ভাবিলেন, "ক্যাথেরাইণকে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিলে আমার কতক পরিমাণে দুঃখ দূর হয়, আমার হৃদয়ের পুতলি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল, কে আর আমায় সেরূপ যত্ন ও সেবা করিবে, আর কে আমাকে বিষণ্ণ দেখিলে সান্ত্বনা দান করিতে নিকটে বসিবে? আমি ক্যাথেরাইণকে সংসারী করিয়া কি সেইরূপ স্নেহ মমতার আধার দেখিতে পাইব?"

এদিকে ক্যাথেরাইণ সেই শোকের মধ্যে জননীর খেদোক্তিতে আরও উন্মনা হইলেন। তখন চীৎকার করিয়া প্রার্থনায় নিযুক্ত হইলেন, নয়নজলে বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করিলেন, বহুক্ষণ ব্যাপিয়া ধ্যান ও চিন্তনে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, এবং কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া শরীরকে অত্যন্ত নির্যাতন করিতে যত্নবতী হইলেন। যে হৃদয় রাজরাজ পরমেশ্বরকে গ্রহণ করিয়াছে সেই হৃদয় আর কি কোন বিনশ্বর মনুষ্যকে গ্রহণ করিতে পারে ?

ফলতঃ জনক জননী ক্যাথেরাইণকে সংসারের পথে প্রবর্ত্তিত করিতে যত উপায় ছিল তাহা অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করিলেন না। তিনি ফ্রীয়ারনামক ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট আমূল বিবরণ জানাইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কুলপুরোহিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনিও তাঁহাদের মতে অনুমোদন করিলেন। ফ্রীয়ার ক্যাথেরাইণকে নিকটে ডাকিয়া বসাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে ! যদি তুমি নিতান্তই অঙ্গীকার করিয়া থাক যে, ঈশ্বরে জীবন উৎসর্গ করিবে

তাহা হইলে তোমাকে স্বীয় প্রতিজ্ঞা যে অটল ও চিরস্থায়ী তাহা সপ্রমাণ করিতে হইবে। হে সুকেশি! ভাল, তবে এই মুহূর্ত্তেই কেশপাশ ছেদন করিয়া মুণ্ডিতমস্তক হও।" ক্যাথেরাইন তাঁহার বাক্যকে ঈশ্বরাদেশ বিশ্বাস করিয়া তৎক্ষণাৎ আনন্দ সহকারে সেই সুন্দর কবরী এক নরসুন্দর দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, এবং সাধুপলের উপদেশানু-যায়ী অবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত করিলেন। যদিও তাহা কুমারীগণের বিরুদ্ধাচরণ, তথাপি তাহা করিতে তিনি কিছুমাত্র সঙ্কুচিতা হইলেন না।

পরিচারিকার কার্য্য ও গোপনে সাধন।

ক্যাথেরাইন অবগুণ্ঠন গ্রহণ করাতে লাপা নিতান্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে, তুমি কি জন্য ইহা পরিধান করিলে?" তিনি মৃদু-মধুর বচনে তাহার সদুত্তর দিলেন। তখন তাঁহার মাতা অবগুণ্ঠন তুলিয়া দেখেন যে, মস্তকটিও একে-বারে মুণ্ডিত। ইহা দেখিয়া জননী নিতান্ত দুঃখি-তান্তঃকরণে বলিলেন, "বৎসে! তুমি এ কি করি-য়াছ?" তিনি জননীর এই কথা শুনিয়া অবগুণ্ঠন

সহ মার নিকট হইতে পলাইয়া গেলেন। এই ব্যাপারে গৃহের সকলেই তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তখন বাড়ীর সমস্ত লোক তাঁহাকে অতিশয় পরুষ বাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, এবং সকলে একত্র পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহাকে বিবাহে সম্মতি দিতে ও পুনরায় মস্তকে কেশপুঞ্জ রক্ষা করিতে, এবং অবাধ্যতাচরণ জন্য বিলক্ষণ শাস্তি পাইতে হইবে। তাঁহারা চাকরাণী-দের সমস্ত সামান্য কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন করা-ইতে মনস্থ করিলেন, তাঁহাকে বিন্দুমাত্র অব-কাশ দেওয়া হইবে না, যেন তাঁহার উপাসনা প্রার্থনা একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। অবশেষে তাঁহারা পরিচারিকাকে পর্য্যন্ত ছাড়াইয়া দিলেন। তাহার সমুদায় কার্য্যভার ক্যাথেরাইণ অবনত মস্তকে ইহা ঈশ্বরের আদেশ মনে করিয়া আনন্দ ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সেইরূপ সেবাতে গৃহের প্রত্যেকে বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক বিলক্ষণ আশ্চর্য্যান্বিত ও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। রন্ধনশালা তাঁহার নিকটে দেবা-লয়ে পরিণত হইল। যখন তিনি ঘরে বসিয়া

কার্য্য করিতেন তখন সেখানে ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন, আর গোপনে অশ্রু জলাভিষিক্ত লোচনে প্রার্থনায় নিযুক্ত হইতেন। এই ঘটনাটি তিনি সচ্চিদানন্দ পুরুষের অঙ্গীকারপালনের ফলস্বরূপ মনে করিলেন। সুতরাং তিনি সমুদায় কর্ম্ম সহিষ্ণুতা ও আনন্দের সহিত সম্পাদন করিতে লাগিলাগিলেন। ক্যাথেরাইণ নির্জ্জনে থাকিয়া বা ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হয়েন, এজন্য তিনি একাকিনী গৃহে বাস করিতে অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু যাঁহার মন সে দিকে তাঁহাকে কে ফিরাইতে পারে? যাহাতে তাঁহার উপাসনা না হয় সেই উদ্দেশে লাপা কনিষ্ঠ পুত্রকে সর্ব্বদা তাঁহার নিকট থাকিতে বলিলেন। তাঁহার সঙ্গী ভ্রাতাটি যখন নিদ্রা যাইত তিনি সেই অবসরে সমস্ত রাত্রি কেবল প্রার্থনা ও ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত করিতেন। যাহাতে কোন রূপে স্বীয় ব্রত ভঙ্গ না হয় এই বিষয়েই কেবল তাঁহার প্রার্থনা হইত। এইপ্রকার উৎপীড়নও তাঁহার ধর্ম্মসাধনের উপায় হইয়া গেল। একদা সংগোপনে অনুজ ষ্টিফেন জ্যেষ্ঠার এরূপ ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ সন্দর্শন করিয়া অবাক্ হইল,

এবং পরস্পরের নিকট সে কথা প্রচার করিয়া বলিল, "আমরাই পরাস্ত হইলাম।" তখন ক্যাথেরাইণের জীবনে যে ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন হইতেছে ইহা সকলে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিলেন। একদা পিতা রজনী-যোগে ক্যাথেরাইণের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন যে, কন্যা করযোড়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রার্থনা করিতেছেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নিপতিত হইয়াছে। ইহা তাঁহার নিকট অতি সুন্দর ও স্বর্গীয় ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হইল।

জীবনের লক্ষ্য স্পষ্ট জ্ঞাপন।

ক্যাথেরাইণ স্বীয় জীবনের লক্ষ্য যাহাতে সংসাধন করিতে পারেন সেজন্য নিয়ত চিন্তিত ছিলেন। এত দিন সংগোপনে সেই লক্ষ্য সাধনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন, এক্ষণ প্রকাশ্য ভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সেণ্ট জেমিনিক যেরূপ কৌমার্য ব্রত সাধনের প্রণালী সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন তিনি তাহাই অবলম্বন করিতে মানস করিলেন। ঐ উদ্দেশ্য

সাধনের জন্য ক্যাথেরাইণ একান্ত মনে দিন রাত্রি প্রার্থনা করিতেন ও কাঁদিতেন। একদা সেণ্ট জেমিনিকের আত্মার সহিত তাঁহার আত্মার যোগ হয়। তাঁহার এইরূপ অগ্নিময় বাক্য ক্যাথেরাইণের ভগ্ন হৃদয়ে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দেয় ;—"বৎসে ! হৃদয়কে পবিত্র কর, বিঘ্ন বাধায় ভীত হইও না, নিরতিশয় উৎসাহিত হও, সেই সুখের দিন নিশ্চয় তোমার নিকট সমাগত হইবে, যে দিন তুমি ধর্ম্মের পবিত্র বসনে সুশোভিত হইবে।" এই অঙ্গীকার বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্যাথেরাইণের হৃদয় আনন্দ-নীরে প্লাবিত হইয়া গেল। ইহাতে তিনি স্বীয় অন্তরে এত আনন্দ ও বল সঞ্চয় করিলেন যে, এক দিন জনক জননী ভ্রাতা ভগ্নী ও আত্মীয় স্বজনবর্গকে আপনার সমক্ষে ডাকিয়া স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও বিশ্বাস অটল ও নির্ভয়চিত্তে এইরূপ ব্যক্ত করিলেন ;—"বহুদিন হইতে তোমরা আমায় বিবাহ দিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছ, এবং সেই প্রতিজ্ঞা-পালনে আমাকে বলপূর্ব্বক বাধ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছ। তোমরা জান যে, আমি ঐ প্রস্তাব শুনিলে আতঙ্কে আকুল হই, আমার চরিত্র ঐ

বিষয়ে তোমাদিগকে পরিজ্ঞাত করিয়াছে। কিন্তু আমি স্পষ্টতঃ সে সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু বলি নাই। এত দিন তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাই আমাকে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছে। কর্ত্তব্যের অনুরোধে আর আমি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমি সরল ভাবে বলি, বাল্যকাল হইতে আমি কৌমার্য্য ব্রত-গ্রহণে সঙ্কল্প করিয়াছি, এক্ষণ সেই ব্রত অবলম্বন করিয়াছি। তাহা যে আমি ক্ষণিক চঞ্চল ভাব হইতে গ্রহণ করিয়াছি তাহা নহে, কিন্তু প্রণিধান পূর্ব্বক বিচার করিয়া ইচ্ছার সহিত তাহা অবলম্বন করিতে সুক্ষম হইয়াছি; এমন কি এই ব্রত সাধনের গুরুতর দায়িত্ব জানিয়াও তাহাতে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। এক্ষণ আমি বয়োধিকা, আপন কার্য্যের প্রকৃতি বিলক্ষণ অবগত আছি, ঈশ্বরকৃপায় স্বীয় অঙ্গীকার পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছি। যদিচ পর্ব্বত বিচলিত হওয়া সম্ভবপর হয় তথাপি আমার এই প্রতিজ্ঞার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হইবে না। অতএব পার্থিব সম্মিলনের সঙ্কল্প একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। এ সম্বন্ধে

তোমাদিগকে আমি আর সুখী করিতে পারিব না। কারণ মনুষ্য অপেক্ষা ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হওয়াই শ্রেষ্ট কার্য্য। যদি তোমরা আমায় গৃহকার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে অভিলাষ কর আমি আনন্দিত চিত্তে সাধ্যানুসারে তাহা সম্পাদন করিব। যদি তোমরা ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য কর তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও যে, আমি আমার প্রতিজ্ঞা-পালনে অটল থাকিব। আমার যিনি হৃদয় নাথ তিনি ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যের স্বামী, সুতরাং আমার আর কিসের অভাব। তিনিই আমাকে রক্ষা করি-বেন, তিনিই আমার সমুদায় অভাব বিমোচন করি-বেন।" ক্যাথেরাইণের এই স্বর্গীয় অগ্নিময় বাক্য শ্রবণ করিয়া উপস্থিত সকলে রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হৃদয় শোক দুঃখে এমন আচ্ছন্ন হইয়া-ছিল যে, সকলের কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল, মুখে আর কথা সরিল না, কাহারও আর প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা হইল না। সকলেই নিরস্ত হইয়া গেলেন। কি অদ্ভুত স্বর্গীয় বল, ইহার নিকট মনুষ্যের সকল প্রকার বুদ্ধিকৌশল বিফল হয়, সমুদয় যত্ন চেষ্টা নিরর্থক হয়। ক্যাথেরাইণ স্বীয় জীবনের কার্য্য

এমন শান্ত গম্ভীর ও অটলভাবে ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার জনক জননী আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। যখন তাঁহাদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস কিছু শাম্যাবস্থায় উপনীত হইল, যখন ক্রন্দনের বেগ কিছু হ্রাস হইল তখন তাঁহার ধর্ম্মভীরু পিতা নিতান্ত সন্তানবাৎসল্যে কাতর হইয়া দীনভাবে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়তমা বৎসে! ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করুন, তিনি তোমাকে যাহা করিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন বহুদিন হইতে আমরা সেই অনুজ্ঞা পালনে তোমার বিরোধী হইয়া আসিয়াছি। এখন আমরা স্পষ্টতঃ জানিলাম ও প্রত্যক্ষ করিলাম যে, তুমি ঈশ্বরের কৃপায় এই দুস্তর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতেছ, কোনরূপ অব্যবস্থিত ভাব হইতে এই মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছ না। অতএব তুমি স্বাধীনভাবে প্রমুক্ত হৃদয়ে তোমার ব্রতসাধনে যত্নবতী হও, পবিত্রাত্মা যাহা আদেশ করেন তাহাই সম্পাদন কর। আর আমরা তোমার ব্রতভঙ্গ করিব না। তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা করিও, তুমি যাঁহাকে এমন কোমল তরুণ বয়সে হৃদয়ের স্বামিরূপে বরণ করিয়াছ আমরাও

যেন তাঁহার ভৃত্যের উপযুক্ত হইতে পারি।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার নয়ন হইতে দরদরিত ধারে বারিধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন তিনি স্ত্রী ও তনয়দিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "দেখ, আমরা ধন্য ও পবিত্র হইলাম, ঐশ্বরিক লোক আমাদের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এক কন্যা দেবীপ্রকৃতি লইয়া আমাদের বংশকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। ইনি সামান্য মনুষ্য নহেন, কিন্তু এক স্বর্গীয় রমণী ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আর ইহাঁকে কিছু বলিও না, কোন প্রকারে ইহাঁর সাধন ভজনের বিঘ্ন হইও না।" পতির বাক্য শ্রবণে লাপা অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলেন, এমন কি সে সময় কেহ তাঁহাকে আর থামাইতে পারে নাই। এই ব্যাপারে ক্যাথেরাইণের মুখমণ্ডলে স্বর্গীয় জ্যোতি বিকীর্ণ হইল, শান্তি ও আনন্দ আশা ও উৎসাহ অন্তরে প্রস্ফুটিত হইল।

কঠোর সাধনা।

ক্যাথেরাইণ প্রথমে ঈশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতাঞ্জলি অর্পণ করিয়া প্রণাম করিলেন, পরে জনক জননীকে

বিনীত ভাবে কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ দিলেন। কারণ তখন তিনি বিলক্ষণ প্রতীতি করিলেন যে, দীনবন্ধু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। ক্যাথেরাইণ সেই দিন হইতে নির্ব্বিঘ্নে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে প্রভুর সেবায় নিযুক্ত হন। এক স্বতন্ত্র নির্জ্জন গৃহে বসিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমে তিনি শরীর নিগ্রহব্রত অবলম্বন করেন। তিনি ঈশ্বরসহ ও ঈশার পবিত্র আত্মার সহিত সম্মি-লিত হইবার জন্য এতদূর কৃচ্ছ্রসাধ্য নিয়ম সকল অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, শুনিলে আমাদের ভয় হয়। কত সময় অনশনে থাকিতেন,তাহাতে তাঁহার শরীর এমন ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া যায় যে, দৃষ্টিশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ হয়।

এইরূপে কঠোর তপস্যা করিতে করিতে ক্যাথে-রাইণের শরীর নিতান্ত ভগ্ন হইয়া পড়িল, কোন বস্তু তাঁহার আর পরিপাক হইত না। ডাক্তারেরা বলিয়াছেন যে,ক্যাথেরাইণের জীবন অতি অদ্ভুত। তিনি আহার পানীয় ব্যতীত কিরূপে জীবিত থাকেন ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। শারীরিক দুর্ব্বলতাসত্ত্বেও তিনি কেবল আন্তরিক তেজ ও

বলে বীরাঙ্গনার অসাধ্য কর্ম্ম সকল সাধন করিতেন। সামান্য কাষ্ঠ তাঁহার শয্যা ছিল। উপাসনার সময়ও তাহাতে বসিয়া পূজা ও ধ্যান করিতেন। নিতান্ত মোটা অপরিষ্কার পশুরোমে নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি আপনাকে অত্যন্ত সুখী ও সৌভাগ্যশালী মনে করিতেন। কিন্তু তাহাও তাঁহার পক্ষে কোমল বোধ হওয়াতে তৎপরিবর্ত্তে কখন কখন তিনি লৌহশৃঙ্খলে শরীর আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। পরিশেষে নিদ্রাকে একেবারে জয় করিলেন। এক দিন অন্তর অর্দ্ধঘণ্টামাত্র নিদ্রায় যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমস্ত দিন ও সমুদায় রাত্রি কেবল ঈশ্বরের সহিত কথোপকথনে অতিবাহিত হইত। যখন তিনি পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কথা কহিতেন তখন তাঁহার অন্তরে নবোদ্যম নবোৎসাহ নূতন তেজ ও বল সঞ্চারিত হইত, কিন্তু কথা বন্ধ করিলেই অশীতি বৎসরের বৃদ্ধার ন্যায় নিস্তেজ হইয়া পড়িতেন। পরে এইরূপ কষ্টসাধ্য তপস্যা তাঁহার মনঃপূত হইল না বলিয়া "সিষ্টার অব পেনান্স" দুঃখিনীর ব্রত গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন। জননী তাঁহার

এই অভিসন্ধিতে নিরতিশয় দুঃখিতা হইয়া তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন ও বৈরাগ্যসাধনের প্রতিরোধে উদ্যত হইলেন। তাঁহার নিকট মাতার কোন চেষ্টাই সফল হইত না। তিনি পরিশেষে শারীরিক কষ্ট সাধনের এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষা সুখে স্নান করিবেন ছল করিয়া পয়ঃপ্রণালীতে অবগাহন করিতে যাইতেন। তদ্দ্বারা অত্যন্ত উষ্ণ জল প্রবাহিত হইত, তাহার উষ্ণতা সম্পূর্ণরূপে অসহনীয় ছিল, তিনি সেই জলের মধ্যে ক্ষণকাল শরীর মগ্ন করিয়া রাখিতেন। সেই উষ্ণতা তাঁহার কোমল অঙ্গে সংস্পৃষ্ট হওয়াতে শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যাইত। তাঁহার মাতা ইহা জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসে! তুমি কেমন করিয়া তাহা সহ্য করিয়া থাক? তাহাতে তো মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা।" ক্যাথেরাইণ বলিলেন, "মাতঃ নরকযন্ত্রণা কি ইহা অপেক্ষা শত গুণে অধিক নহে, তাহা কিরূপে সহ্য করিব? সেই সর্ব্বস্রষ্টার বিরুদ্ধে আমিশত শত অপরাধ করিয়াছি।" সেই ক্লেশের মধ্যে ক্যাথেরাইণের মুখমণ্ডল একদিনও বিষণ্ণ হয় নাই। লোকে অতি কষ্টে দুঃখ

বহন করে, কিন্তু তিনি আনন্দিতচিত্তে ও সহাস্য বদনে তাহা বহন করিতেন। ভয়ানক দুঃখের মধ্যে তাঁহার পবিত্র মধুর হাস্যে চারিদিক্ মধুময় বোধ হইত। নবযুবতীর তপস্বিনীর বেশ,বিলাসিনীর বৈরাগিণীর অনুপম শোভা কি রমণীয়। যাঁহার শারীরিক কোমলতা হৃদয়ানন্দদায়িনী, সেই শরীর দুঃখে মলিন ও কঠোরতায় বিবর্ণ হইল। এইরূপ ভয়ানক দুঃখজনক সাধন করিতে করিতে ক্যাথেরাইণ নিতান্ত পীড়িতা হইলেন। জননী লাপা তাঁহার শয্যায় বসিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতে ও সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, যাহাতে তাঁহার চিত্ত সাধন ও বৈরাগ্য হইতে বিরত হয় ইহার জন্য বিধিমতে উপদেশ দিতে ও প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। তিনি কাতরস্বরে জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জননি! যদি তুমি আমার আরাম ও সুস্থতা অভিলাষ কর তাহা হইলে আমায় কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত রাখিও; কারণ ঈশ্বর আমাকে ধর্ম্মের ভূষণে ভূষিত করিতে ডাকিতেছেন।" এই কথা শুনিয়া লাপার মন স্তম্ভিত হইল, এই বিষম রোগ হইতে যে ক্যাথেরাইণ

মুক্ত হইতে পারিবেন তদ্বিষয়ে তাঁহার আশঙ্কা জন্মিল। পাছে এবার তাঁহাকে হারান, এজন্য চিন্তিত হইলেন। তখন তিনি আশ্রমের তপস্বিনী-দিগকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা যেন ক্যাথেরাইণকে আশ্রমে গ্রহণ না করেন। আশ্রম-বাসিনী তপস্বিনীগণ বলিয়া পাঠাইলেন, "যদি তিনি সুন্দরী হন, অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত হন, তবে আমরা তাঁহাকে গ্রহণ করিব না।" লাপা ক্যাথেরাইণকে দেখিয়া যাইবার জন্য তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা একদিন সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্যাথেরাইণের যদিও সৌন্দর্য্য ছিল, কিন্তু পীড়াতে আক্রান্ত হওয়াতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্ফোটকে আবৃত ও শরীর শীর্ণ হইয়াছিল। তাঁহারা তাঁহার সেই নব বৈরাগিণীর বেশ দেখিয়া ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া মোহিত হইয়া গেলেন। তিনি আশ্রমবাসিনীগণ অপেক্ষা উন্নত তাঁহাদের এরূপ প্রতীতি হইল। বৈরাগ্য, শুদ্ধতা, ঈশ্বরানুরাগ, উপাসনা ও আত্মার গভীর ভাব তাঁহার এত উচ্চ ছিল যে, আগন্তুক লোকেরা তাঁহার নিকটে প্রণত ভাবে অবাক্ হইয়া চাহিয়া

রহিলেন। তখন সেই আশ্রমবাসিনী নারীগণ আনন্দ ও উল্লাসে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, এবং তথায় ধর্ম্মবন্ধু ও অধ্যক্ষদিগকে তাঁহার কথা বলিলেন। তাঁহাদের নিকট এই কথা শুনিয়া আশ্রমস্থ সমুদায় তপস্বী ও তপস্বিনীগণ প্রফুল্লচিত্তে এক হৃদয় হইয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন, এবং লিখিয়া পাঠাইলেন যে, উপাসনামন্দিরে সমুদায় ভ্রাতা ভগিনীগণের সমক্ষে তোমাকে ব্রত গ্রহণের জন্য বিশেষরূপে দীক্ষিত হইতে হইবে। এই সংবাদে ক্যাথেরাইণের হৃদয় পুলকিত হইল, নয়ন হইতে আনন্দধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। এদিকে তিনি রোগবিমুক্ত হইয়া, শরীরের সুস্থতা ও আরাম সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

তপস্বিনী ব্রতগ্রহণ।

ক্যাথেরাইণ তপস্বিনীর ব্রত গ্রহণ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। ইহার পর হইতেই তাঁহার মুখে যেন কি এক স্বর্গীয় জ্যোতি আসিয়া পড়িল। জীবন নূতন হইল, পুণ্যের নবীন

বেশে সর্ব্বাঙ্গ পরিশোভিত হইল। তিনি তপস্যার সমুদায় নিয়ম পূর্ণরূপে পালন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে যে সকল কঠিন নিয়ম পালন করিতে ভীত ও অক্ষম হইতেন এখন তাহা সহজেই সাধন করিতে সমর্থ হইলেন। সেই অবধি তাঁহার অন্তরে এমন বল ও তেজ আসিল যে,তিনি ঘোরতর কঠিন নিয়ম শুনিলে শঙ্কিত হইতেন না। দিন দিন তপস্যাতে তাঁহার অনুরাগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। আশ্রমের অধ্যক্ষ যাহা আদেশ করিতেন তিনি তাহা ভক্তির সহিত পালন করিতে যত্নবতী হইতেন। সমগ্র জীবনে বিবেকের নিকট বিশ্বাসী ও বিশুদ্ধ থাকিতে তাঁহার চেষ্টা হইয়াছিল, বস্তুতঃ তৎসম্বন্ধে কোন দিন তাঁহার শৈথিল্য লক্ষিত হইত না। আশ্রমের যে কার্য্যের ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইত তিনি তাঁহাদের কৃপা ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিতেন। বিশেষতঃ সে কার্য্যে যে তিনি একদিন ও অকৃতকার্য্য হয়েন নাই এই তাঁহার পক্ষে বিশেষ গৌরব ছিল। তিনি আদেশপালনে একবারও অক্ষম হন নাই, মৃত্যু-কালে এ কথা তিনি পরিষ্কার রূপে বলিতে

পারিয়াছিলেন। সাধ্বী ক্যাথেরাইণ দীনতা ও বৈরাগ্য বিশেষরূপে ভাল বাসিতেন, এবং সর্ব্ব প্রযত্নে তাহা রক্ষা করিতেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার ঐ ভাব প্রবল ছিল, আবার আশ্রমেও দীনতাকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করিতে যত্নবতী হইলেন। তিনি আপনার জন্য কিছুই লইতেন না, বরং যাহা পাইতেন তৎসমুদায় দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। এ সম্বন্ধে পিতার নিকট স্বাধীনতা পাওয়াতে তিনি প্রমুক্তহস্তে দান করিতে শিখিয়াছিলেন। ক্যাথেরাইণ দরিদ্রতা এত ভাল বাসিতেন যে, পিতা মাতা যাহাতে দরিদ্র হন, তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রতিদিন প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার এই প্রার্থনা সহজে সিদ্ধ হইল। দৈবযোগে তাঁহার পিতার অবস্থা কেমন হীন হইয়া পড়িল, দুঃখ দারিদ্র্যের পরাকাষ্ঠা উপস্থিত হইল। এই ঘটনাতে তাঁহার পিতার মন বিশ্বাস ও ভক্তিতে উন্নত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া ক্যাথেরাইণ ঈশ্বরপ্রেমে বিগলিত হইলেন, এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বিধাতাকে ধন্যবাদ দিয়া জন্মসার্থক মনে করিলেন। অবশেষে তিনি

মানবসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বর সঙ্গে দিবাযামিনী থাকিতে মনস্থ করিলেন। যত অনুরাগ বাড়িতে লাগিল তত কথা কমাইলেন, মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। নির্জ্জন-বাস তখন তাঁহার পক্ষে অতিশয় সুখকর ও সুমিষ্ট বোধ হইতে লাগিল। তিনি প্রকাশ্য ভজনালয়ের সময় ভিন্ন অন্য সময়ে আর বাহির হইতেন না। এমন কি আহারের সময়ও সাধারণসমক্ষে আসি-তেন না। কেবল প্রার্থনা ধ্যান ও ইশ্বরের নিকট অশ্রুপাতে দিন যাপন করিতেন। কথা কহিতে হইলে যাঁহার নিকট পাপ স্বীকার করিতে হয় কেবল তাঁহার নিকট কথা বলিতেন। এই ভাবে ক্যাথেরাইণ তিন বৎসর কাল অতিবাহিত করি-লেন। তিনি গভীর নিশীথ সময়ে আশ্রমস্থ ভ্রাতাদিগের জন্য প্রার্থনা করিতেন। তৎপর ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া কাষ্ঠের উপধানে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতেন। একদা পাপের মূর্ত্তি সাক্ষাৎ শয়তান ক্যাথেরাইণকে বিভীষিকা প্রদর্শন করাতে তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি যেন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গেলেন, পাপের

যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার চিত্ত একান্তভাবে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনি এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিন রাত্রি ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। উন্মত্ত প্রায় হইয়া ঈশ্বর সহবাসের বিশেষ প্রার্থিনী হইলেন, ঈশ্বরসঙ্গে কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সহবাসের নৈকট্যে ও ঈশ্বরের সহিত সম্মিলনে শত্রু পরাস্ত হইল, শয়তান প্রস্থান করিল। তখন তিনি ঈশ্বরের এই বাণী শুনিতে পাইলেন, "আমার প্রিয়-তমা কন্যে! তুমি যন্ত্রণা ও পরীক্ষা আনন্দের সহিত বহন কর। যত তুমি দুঃখ বহন করিবে তত তোমার জয় হইবে।" এই বাণী শ্রবণ করিয়া ক্যাথেরাইণ আশ্বস্ত হইলেন ও বীরত্ব- লাভ করিয়া নব বেশে ও স্বর্গীয় তেজে বিকশিত নয়নে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরা-জয় হইল। কি সাধনের নিষ্ঠা! এরূপ কঠোর তপস্বিনী প্রায় দেখা যায় না। ইনি তপশ্চরণে এতদূর নিবিষ্ট ছিলেন যে, তাঁহার সঙ্গিনী আশ্রম-বাসিনীগণ তাহা দেখিয়া একান্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া-

ছিলেন। নারীকুলের ভূষণ, কৌমার্য্য ব্রতের আদর্শ, পবিত্রতার রমণীয় আধার, নিষ্ঠাব্রতসাধনে অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত ইহাঁকে বলিতে হইবে!

বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ।

ক্যাথেরাইণের প্রকাশ্য ভাবে বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণের দিন নির্দ্ধারিত হইল। তিনি আর সংসারে থাকিবেন না বৈরাগিণীদিগের সহিত মিলিত হইয়া চিরজীবনের জন্য সর্ব্বত্যাগী ভিখারিণী হইবেন, এই সংবাদ নগরমধ্যে প্রচারিত হইল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই ইহাতে শোকদুঃখসাগরে মগ্ন হইলেন। কাহার মুখে অন্য কথা নাই, প্রতি ঘরে ঘরে, রাজপথে এবং সর্ব্বত্রই দুই জন একত্র হইলে এই কথা কহিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। ক্যাথেরাইণ এই দিনকে উৎসবের দিন ও এই অনুষ্ঠানকে বিবাহের ন্যায় আনন্দের অনুষ্ঠান জ্ঞান করিয়া তদ্দর্শনের জন্য আত্মীয় বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে বহুলোক উপাসনামন্দিরে উপস্থিত হইলেন। যথারীতি তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত হইল, কাল এবং

সাদা উভয় রঙ্গের পরিচ্ছদ তিনি পরিধান করিলেন। কাল রং বিনয়ের প্রকাশক এবং সাদা নির্দ্দোষ ভাবের চিহ্ন; এই জন্য তাঁহাকে উক্ত রূপ দুই রঙ্গের পরিচ্ছদ প্রদত্ত হইয়াছিল। যখন তাঁহাকে সন্ন্যাসিনীর বেশে সাধারণ সমক্ষে উপনীত করা হইল, তখন তাঁহার রূপ ও ভাব দেখিয়া সকলেরই মন বিগলিত হইয়াছিল। পূণ্যের জ্যোতি, বিনয়ের বিশুদ্ধতা, বৈরাগ্যের তীব্রতা ও ঈশ্বরানুরাগের সুন্দর শোভা একত্র হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডল দিয়া অপূর্ব্ব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল যেন স্বর্গের দেব দেবীদিগের কিরূপ লাবণ্য তাহা মনুষ্যদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্য স্বর্গের কোন দূত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অপরূপ রূপের প্রভাবে চারি দিক্‌ গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হইয়া গেল। নিয়মিত উপাসনাদি হইলে যখন চির দীনতা, চির সতীত্ব ও চির আনুগত্যের সুপ্রসিদ্ধ তিনটি ব্রত তিনি সর্ব্বসমক্ষে গ্রহণ করিলেন তখন বোধ হইল যেন দেবতারা স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সমস্ত অনুষ্ঠান কার্য্য সমাপ্ত হইলে ধীরে ধীরে

তিনি অপরাপর সন্ন্যাসিনীদিগের সহিত একত্র হইয়া তাঁহাদিগের আশ্রমগৃহে প্রস্থান করিলেন। অত্যন্ত উর্ব্বরা ও উপযুক্ত ভূমিতেই স্বর্গের বীজ রোপিত হইল, ঈশ্বরের কৃপাবারি নিরন্তর তাহাতে সিঞ্চিত হইতে লাগিল, স্বর্গের দেব দেবী-গণ তাঁহার রক্ষক ও কর্ষক হইয়া নিয়ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। এই শুভযোগে যে শত গুণ এবং সহস্র গুণ শস্য উৎপন্ন হইবে তাহার আর বিচিত্রতা কি? চির কুমারী থাকিয়া স্বীয় জীবন পরম পতির সেবায়—কেবল এ জীবন নহে অনন্ত জীবন ক্ষেপণ করিবেন, এ বিষয় বাল্যকাল হইতে এমন কি মাতৃগর্ভ হইতে ক্যাথরাইণ যেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভু তাঁহাকে নিরন্তর এই পথে টানিয়া অস্থির করিয়া তুলিতে ছিলেন। তিনি চিরদীনা, দীনতামন্ত্রে দীক্ষিতা হইয়া সংসারে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পিতৃগৃহে প্রভূত ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তিনি বাস করিতেন, রাজা ও রাজ-পুত্রগণ তাঁহাকে রাজমহিষী করিবার জন্য কত প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, কিন্তু "দীনাত্মারা ধন্য,

কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই" তাঁহার প্রভুর মুখে এই যে কথা শুনিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার শিরোধার্য্য ছিল। পদ্মপত্র জলে নিমগ্ন থাকিলেও যেরূপ জল তাহা স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না, সংসারের মান সম্ভ্রম অর্থ বিভবের মধ্যে অবস্থিতি করিয়াও তিনি সংসার কর্ত্তৃক কলঙ্কিত হইতেন না। দীনতার প্রতি তাঁহার অন্তরের স্বাভাবিক প্রেম ও অনুরাগ এত ছিল যে, তৎপ্রভাবে তিনি সকল অবস্থায় দীন দুঃখীর মত থাকিতেন। তাঁহার এমনি দীনতা ও বৈরাগ্যের প্রতি আসক্তি ছিল যে, তিনি কেবল নিজের জন্য নহে, কিন্তু তাঁহার পিতা মাতা ও সমস্ত পরিবারের দীনতার নিমিত্ত ঈশ্বরসমক্ষে নিয়ত প্রার্থনা করিতেন। ঐশ্বর্য্য ও সুখকে তিনি বিষবৎ জ্ঞান করিতেন, দুঃখ ও দীনতা স্বর্গরাজ্যের একমাত্র পথ ইহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল। আনুগত্যসম্বন্ধে তিনি নিজ মুখে এই কথা বলিয়াছেন যে, আমার জীবনে আমি কখন আমার গুরু ও ধর্ম্মবন্ধুদিগের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, তাঁহাদের কথার অবাধ্য কখন হই নাই। তাঁহার মন সমস্ত নরনারীর অধীন থাকিত। এইরূপ

হৃদয়ক্ষেত্রে সন্ন্যাসব্রতরূপ দীক্ষাব্রতের বীজ পতিত হইয়া যে অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শস্য উৎপাদান করিবে তাহাতে আর সংশয় কি ?

প্রত্যাদেশ শ্রবণ।

ক্যাথেরাইণ স্বীয় ধর্ম্মগুরুর নিকট বলিয়াছেন যে, "কোন মনুষ্য আমাকে কখন ধর্ম্মের পথ দেখাইয়া দেন নাই, আমার প্রভু স্বয়ং আমার নিকট তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রথম জীবনে আমার অত ভয়, কঠোর নিষ্ঠা এবং বৈরাগ্য দেখিয়া তিনি সর্ব্বদাই আমাকেবলিতেন যে, 'যে ব্যক্তি নিরন্তর এরূপ ভয়ের মধ্যে জীবন যাপন করে সে ধন্য।' তাঁহার কথা শুনিয়াও প্রথম প্রথম এই ভাবিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইত যে, ইহা আমার প্রভুর আদেশ কি শয়তানের আদেশ তাহা কিরূপে জানিব ? পাছে আমি প্রভুর আদেশ মনে করিয়া কল্পনা বা শয়তানের অনুসরণ করি, ইহাই আমার আশঙ্কার কারণ হইয়াছিল, এবং এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য আমি নিরন্তর প্রার্থনা করিতাম। যিনি আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন,

একদা তিনি এইরূপ একটি সাধারণ বিধি বলিয়া আমার সংশয় ভঞ্জন করিলেন। তিনি বলিলেন, 'বৎসে, আমার উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে উহা আমার কথা কি না আমি তোমাকে সহজেই জানাই, কিন্তু আমি এ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম তোমাকে একটি জ্ঞাপন করিতেছি; আমার আদেশ ভয়ে আরম্ভ হয়, এবং পরে শান্তিতে পরিণত হয়। তদ্বিপরীত জানিবে শয়তানের প্রলোভন বাক্য, তাহা প্রথমে আনন্দ ও সম্ভোগের বিষয় প্রদান করে, কিন্তু পরিণামে সাধককে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকে। বৈরাগ্য আত্মসংযম এবং পুণ্যসাধন প্রথমে চিরকালই নিতান্ত কঠোর বলিয়া বোধ হয়, সাধকের অন্তরে তাহা অত্যন্ত ভয় ও বিভীষিকা প্রদর্শন করে, কিন্তু যতই তিনি অগ্রসর হন ততই সেই কঠোরতা শান্তি ও বিশুদ্ধ আনন্দ প্রসব করে। আর একটি লক্ষণ দ্বারা তুমি আমার আদেশ নির্ব্বাচন করিয়া লইবে, তাহা এই; আমার আদেশ শুনিলেই এবং আমার দর্শন পাইলেই আত্মা অত্যন্ত বিনীত হয়, দেবপ্রসাদে আত্মা আপনার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ততা ও অসারতা অনুভব করে। কিন্তু

কল্পনা ও অহঙ্কারের প্রসূতি শয়তানের কথা শুনিলে আত্মাভিমান বৃদ্ধি হয়, আপনার জ্ঞান বুদ্ধি ও ধর্ম্মবলের বৃথা পরিচয় প্রদান করিয়া মনকে বিপথগামী করে, অহঙ্কার বৃদ্ধি করে। আপনাকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখ, তোমার জ্ঞান সত্যমূলক, না তদ্বিপরীত ভাব হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা ভাল করিয়া দেখ, সত্যমূলক হইলেই তুমি বিনীত হইবে, অন্যথা তুমি নিশ্চয় জানিও, মিথ্যা ও অহংজ্ঞানে বিনাশ পাইবে।"' আর একবার ক্যাথেরাইণ এইরূপ বলিয়াছেন, "আমার প্রভু একদা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, 'বৎসে, তুমি কে এবং আমি কে ইহা প্রথমে অবগত হও, যদি তুমি এই দুইটী বিষয় ভালরূপ জানিতে পার, তবে প্রকৃতরূপে সুখী হইবে। সেই পুরাকালের 'মহান্ আমি' যাহা তাহাই আমি, এবং তুমি কিছুই নও, যদি এই দুইটি সত্য গভীর ভাবে তোমার আত্মাকে বিদ্ধ করে তাহা হইলে কোন শত্রু তোমাকে প্রতারণা করিতে সমর্থ হইবে না, সকল বিশৃঙ্খল হইতে তুমি মুক্ত থাকিবে, আমার আদেশের বিরোধী হইয়া কোন কার্য্য

করিতে তোমার কখন ইচ্ছা হইবে না, এবং বিনা আয়াসে তুমি আমার প্রসাদে সত্য ও শান্তি লাভ করিবে।” কথিত আছে, প্রত্যাদেশ দ্বারা ক্যাথেরাইণ অপর একটি মহাসত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। সেই প্রত্যাদেশটি এই ;—একদিন তাঁহার প্রভু তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, “বৎসে, তুমি আমাকে ভাবনা কর, আমিও তোমার ভাবনা নিরন্তর করিব।” এ কথার অর্থ তিনি এইরূপ বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার কেবল ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে, অন্য কোন চিন্তা করিতে হইবে না, তাঁহার নিজের আহার পান ও আত্মরক্ষার চিন্তা পর্য্যন্ত চলিয়া যাইবে, স্বয়ং ঈশ্বর নিরন্তর তাঁহার বিষয় চিন্তা করিবেন। তাঁহার আহার পরিচ্ছদ, সুখ, স্বাস্থ্য, প্রভৃতি সকলই স্বয়ং ঈশ্বরের ভাবনার বিষয় হইবে, তাঁহার কিছুই করিতে হইবে না। যখনই তিনি দেখিতেন যে, তাঁহার ভ্রাতৃগণ আপনাদিগের জন্য চিন্তা করিতেছেন, অথবা বিপদাশঙ্কা করিতেছেন, অমনি তিনি বলিয়া উঠিতেন, “তোমরা আপনারা ভাবিয়া কি করিতে পারিবে? বিধাতাকে

কার্য্য করিতে দেও, তোমাদের ভয়ানক ভয়ানক বিপদের জন্য তাঁহার চক্ষু তোমাদিগের প্রতি সংস্থাপিত আছে, সেই প্রেমচক্ষুই তোমাদিগকে রক্ষা ও উদ্ধার করিবে।" ক্যাথেরাইণের ধর্ম্মগুরু, তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থাসম্বন্ধে আর একটী কথার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "ক্যাথেরাইণ সর্ব্বদা বলিতেন, 'সেই আত্মাই সিদ্ধ, যাহা আপনাকে এবং সমস্ত জগৎকে ভুলিয়া গিয়া কেবল স্রষ্টার প্রতি দৃষ্টিস্থির রাখে।' তিনি এ সম্বন্ধে আরও বলিয়াছেন যে, 'যখন আত্মা আপনার নিতান্ত অসারতা হৃদয়ঙ্গম করে, এবং ইহার যাহা কিছু সুখকর এবং মঙ্গলকর সকলই ঈশ্বর হইতে সমাগত হয়, ইহা অনুভব করে, তখন ইহা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করে, এবং একেবারে সেই পরমাত্মার ভিতরে নিমগ্ন হইয়া যায়। ইহার যত কিছু শক্তি উদ্যম ও উৎসাহ তাঁহারই প্রতি ধাবিত ও নিয়োজিত হয়, ইহার সকল শক্তি বহির্জগৎ হইতে প্রত্যাহৃত হয়। এই আত্মা আপন আরাম ও সন্তোগের মধ্যবিন্দু হইতে আর অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা করে না। কারণ

উহার মধ্যে ইহা গভীর আনন্দরস সম্ভোগ করে। এই প্রেমের যোগ ও একতা প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং উহা ইহাকে ঈশ্বরের অনুরূপ করিয়া তোলে। অবশেষে এই আত্মা অন্য চিন্তা, অন্য কামনা, অন্য পদার্থে প্রীতি স্থাপন করিতে একেবারে অশক্ত হইয়া পড়ে, অন্য সকল প্রকার চিন্তা ইহার নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে।" ক্যাথেরাইণ এত উচ্চযোগে যোগী হইয়াও এ দেশীয় যোগীদিগের ন্যায় পাপ পুণ্যের প্রভেদ বিস্মৃত হন নাই। যে পরিমাণে তাঁহার মনে ঈশ্বরের প্রেম উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, সেই পরিমাণে তিনি এক দিকে ঈশ্বরের সহিত যেমন যোগ অনুভব করিতেন তেমনি আপনার পাপ দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতেন, আপনাকে ঈশ্বরের বিরোধী বলিয়া সেই পরিমাণে ঘৃণা করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে, "আত্মা যতই ঈশ্বরের সহিত যোগসূত্রে একতা লাভ করে, ততই আপনার পাপ ও পশুভাবকে ঘৃণা করে। এরূপ ঘৃণা যে আত্মার হয় না, নিশ্চয় তাহাতে ঈশ্বরপ্রেম সঞ্চারিত হয় নাই।" ঈশ্বরপ্রেম মনোমধ্যে স্বভাবতঃই পাপের প্রতি এবং যাহা

তাঁহার বিরোধী তাহার প্রতি ঘৃণা উৎপাদন করে। প্রকৃত এবং প্রত্যক্ষ পাপের কথা দূরে থাকুক যোগীর আত্মা আপনার অন্তরে পাপের মূল প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত দেখিলেই তজ্জন্য আপনার পশু ভাবকে ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারেন না, এবং সেই পাপের মূল পর্য্যন্ত একেবারে ধ্বংস না করিয়া কদাপি নিশ্চিন্ত হয় না। এরূপ পাপের মূল একেবারে নির্ম্মূল করা অনেক পরিশ্রম ও সংগ্রাম-সাপেক্ষ। চিরকালই আমাদিগের পাপ ও অসাধুতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, কারণ পূর্ণ সাধুতা আমাদিগের কখনই হইবে না, অসাধুতা সাধুতার সহিত একত্র থাকিবেই থাকিবে। এই জন্য প্রেরিত পুরুষগণ বলিয়াছেন,"যদি আমরা বলি আমাদিগের পাপ নাই, তবে আমরা আত্মবঞ্চনা করি, সত্য আমাদিগের মধ্যে অবস্থিতি করে না।" "যে পরিমাণে আমাদিগের সাধুতা হইবে সেই পরিমাণে আমাদিগের অধিকতর পাপ বোধ হইবে, এবং যে পরিমাণে আমরা পাপনাদিগকে অধিকতর পাপী বলিয়া ঘৃণা করিব, সেই পরিমাণে পুণ্যবান্ হইব, এবং ঈশ্বরকে লাভ করিব।" ক্যাথেরাইণ

এই সমস্ত বলিয়া ঈশ্বরের অপূর্ব্ব কৃপা ও কৌশল দেখিয়া বিহ্বলচিত্তে আরও বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের অসীম কৃপা কি অদ্ভুত! পাপ হইতেই পুণ্যের প্রস্রবণ প্রকাশিত হয়, অপরাধ হইতে ক্ষমা উৎপন্ন হয়, এবং ঘৃণা হইতেই প্রেম বিকশিত হয়। অতএব বৎসগণ, বিশুদ্ধ ঘৃণার সহিত সর্ব্বদাই আপনার প্রতি দৃষ্টি কর। তাহা হইলে তোমরা বিনীত হইবে, পরীক্ষা ও দুঃখে সহিষ্ণুতা লাভ করিবে, সৌভাগ্যে স্ফীত হইবে না। আপনাকে সর্ব্বদা সংযত ও সুশাসিত রাখ, তাহা হইলে তোমরা ঈশ্বর ও মনুষ্যের নিকট প্রিয় হইবে। এই ঘৃণাই প্রকৃত বৈরাগের প্রসূতি। ধিক্ সেই আত্মাকে ধিক্! যাহাতে আপনার প্রতি ঘৃণা স্থিতি করে না। সেই ব্যক্তিতে আত্মাভিমান আত্মগৌরবের স্পৃহা অবস্থিতি করিবেই করিবে। আত্মাভিমানই সকল পাপের মূল, এবং সকল অপরাধের কারণ।"

যে পরিমাণে ঈশ্বরের ভক্ত পুর্ণ সাধনের পথে অগ্রসর হন,সেই পরিমাণে তাঁহাকে কুকল্পনা পাপ ও অবিশ্বাসের প্রতিরূপ শয়তানের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়। এই সমস্ত তাঁহাকে নব নব বলের সহিত আক্রমণ করে, কিন্তু বিনীত সাধক এক ভক্তবৎসলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমস্ত আক্রমণ ও অত্যাচার অতিক্রম করেন। যখন ঘোর-তর সংগ্রামের সময়ে প্রভু ক্যাথেরাইণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দর্শন দিলেন, তখন কেবল একটি অস্ত্রের জন্য তিনি নিরন্তর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সেই অস্ত্র খানির নাম সহিষ্ণুতা। ইহারই বলে ভক্তগণ যুগে যুগে অগণ্য শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছেন। কথিত আছে, এক দিন যখন ক্যাথেরাইণ প্রাণ মনের সহিত প্রার্থনায় নিযুক্ত ছিলেন, ঈশা আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, 'বৎসে, তুমি যদি সহিষ্ণুতারত্ন অন্বেষণ কর, তবে আমার অনুকরণ কর। আমার পিতার বলে আমি শয়তান ও পাপের শক্তিকে একেবারে বিদুরিত

করিতে পারিতাম, প্রথম হইতেই উহারা আমার নিকট অগ্রসর হইতে পারিত না, কিন্তু আমি তোমার মত লোকদিগের শিক্ষার্থ অন্য উপায় অবলম্বন করিলাম না। আমি নিজে ক্রুশ গ্রহণ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়াছিলাম। তুমি যদি তোমার শত্রুদিগের উপর জয়লাভ করিতে চাও তোমার উদ্ধারের জন্য এই ক্রুশ মনোনীত কর তুমি কি শুন নাই যে, আনন্দের সহিত আমি ক্যালভ্যারি পর্ব্বতোপরি নীচ ঘৃণার্হ ব্যক্তিদিগের সহিত মৃত্যু মনোনীত করিয়াছিলাম। অতএব পরীক্ষা ও দুঃখকে তুমি শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিও। পরীক্ষা ও দুঃখ যে কেবল সহিষ্ণুতার সহিত বহন করিবে তাহা নহে, কিন্তু আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিও। জানিও উহারাই তোমার অনন্ত কালের সম্বল আনিয়া দেয়। তুমি যতই আমার ন্যায় দুঃখ ও পরীক্ষা বহন করিবে ততই আমার ন্যায় গৌরবান্বিত হইবে। বৎসে, এই জন্য আমার অনুরোধে জীবনের মিষ্ট বিষয় সকলকে তিক্ত গণ্য কর, এবং তিক্ত বিষয় গুলিকে মিষ্ট বলিয়া আলিঙ্গন কর, নিশ্চয় জানিও যে, এইরূপ

করিলেই তুমি অতিশয় সবল হইবে।” এই প্রত্যাদেশ শুনিবার পর হইতে ক্যাথেরাইণ ধর্ম্ম-জগতের একটি নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিলেন, তিনি এমনি আনন্দ ও অনুরাগের সহিত পরীক্ষা ও দুঃখ সকল বহন করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার নিকট দুঃখের ন্যায় সুমিষ্ট আর কিছু বোধ হইত না।

ক্যাথেরাইণকে উত্তমরূপে পরীক্ষা ও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিয়া তাঁহার প্রভু তাঁহাকে অন্তর ও বাহির চারি দিক্ হইতে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে দিলেন। কথিত আছে, যতই তিনি স্বর্গরাজ্যের জন্য ব্যাকুল হইয়া সেই দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার কল্পনা সকল সকল উত্তেজিত হইয়া ভয়ানক ভয়ানক দুশ্চিন্তা তাঁহার মনে উদ্দীপন করিতে লাগিল। এমন কি নিদ্রাতেও স্বপ্নের আকারে কুচিন্তানিচয় তাঁহাকে বিশ্রাম সুখ অনুভব করিতে দিত না। সহস্র প্রকারে তাহারা তাঁহাকে বিভীষিকা দেখাইতে লাগিল। কখন কখন দুশ্চিন্তা সকল তাঁহাকে এইরূপ বলিত, “হে নির্ব্বোধ বালিকে, তুমি কেন অকারণ

এরূপ কঠোর বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করিয়াছ, এবং তোমার এই জীবনের সুখ উপভোগের সময় আপনাকে এরূপ নিষ্ঠুর রূপে নির্য্যাতন করিতেছ? তুমি কি এতদ্দ্বারা আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছ? এরূপ কি কখন আশা কর যে, শেষ পর্য্যন্ত এ ব্রতপালন করিতে সমর্থ হইবে? তুমি এখন বালিকা, সংসারের সুখ সম্ভোগ করিতে পার, এপথ পরিত্যাগ করিয়া অন্য লোকের ন্যায় জীবন যাপন কর। তুমি কি ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে চাও? সেরা, রেবেকা, লিয়া, রেচোল প্রভৃতি সকল সাধ্বীরাই বিবাহ করিয়াছিলেন, তুমি এরূপ কঠোর অসম্ভব কৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া কেন এ প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করি-করিলে?" যখন তাঁহার মনে উক্তরূপ কল্পনার স্রোত উঠিত, তখন তিনি এই বলিয়া তাহা নিরস্ত করিতেন যে, "আমার বলে নহে আমি প্রভুর বলে এই পথে চলিব।" এইরূপ পরীক্ষায় পড়িয়া সময়ে সময়ে তাঁহার মন অবসন্ন নিস্তেজ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন হইত, কিন্তু যখনই তিনি এইরূপ কুভাবের অধীন হইতেন, তখন তিনি সাধন এবং

প্রার্থনা ন্যূন করিতেন না, বরং অত্যন্ত বৃদ্ধি করিতেন। সে সমস্ত বৃদ্ধি করাই এ অবস্থা হইতে উদ্ধার পাওয়ার একমাত্র পথ তাহা তিনি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেন।

সর্ব্বদাই ক্যাথেরাইণের মন কুচিন্তা নিরাশা শুষ্ক ভাব ও অবসন্নতার ঘন মেঘে আচ্ছাদিত থাকিত। ঈশ্বরানুরাগ প্রেম ভক্তির স্রোত যেন নির্ব্বাণপ্রায় হইয়াছিল। দিবা নিশি তিনি মনের দুঃখে অতিবাহিত করিতেন। মনে কোন প্রকার স্ফূর্ত্তি বা আনন্দ অনুভূত হইত না, মন যেন পাষাণের ন্যায় জড়বৎ থাকিত। দিবাকর বর্ষাকালে ঘন মেঘে আচ্ছাদিত হইলে যেরূপ হয় তখন তাঁহার মনও তদ্রূপ ছিল। কেবল আপনার প্রতি ভয়ানক ঘৃণা ছিল বলিয়া ক্যাথেরাইণ এ অবস্থায় ওরূপ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি এইরূপ দুঃখের সময় সর্ব্বদাই আপনাকে সম্বোধন করিয়া এই প্রকার বলিতেন, "হে নীচতম জীব, তুমি কি কোন প্রকার সুখ সান্ত্বনা বা আনন্দের উপযুক্ত? তোমার কত পাপ তাহা একবার স্মরণ কর। যদি তুমি ইহজীবনের এই কয় দিন এইরূপ দুঃখ ও অশান্তি

ভোগ করিয়া পরকালের অসীম নরক যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাও, তাহা হইলে জানিও তোমার প্রতি ভগবানের অশেষ কৃপা। তবে কেন তুমি এরূপ নিরাশ ও অবসন্ন হও? অতএব গাত্রোত্থান কর, সাধনে প্রবৃত্ত হও, ক্রমে কঠোর হইতে কঠোরতর সাধন কর, এ সময়ে তিলমাত্র সাধনের পথ পরিত্যাগ করিয়া শিথিল হইও না, এইরূপ সময়ই সাধন বৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত কাল।" এই প্রকার বলিয়া তিনি অন্যান্য সকল কাজ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলই সাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। ক্যাথেরাইণ এই সময় হইতে নিরন্তর দেবালয়ে ভগবানের পদাশ্রয়ে দিন যাপন করিতেন, কেবল আহার নিদ্রা প্রভৃতি নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য কুটীরে স্থিতি করিতেন। বহু কাল এইরূপ অবস্থায় গত হইল। ক্যাথেরাইণের মনের শুষ্ক ভাব দুশ্চিন্তা অবসন্নতা ও নিরানন্দের মেঘ আর তিরোহিত হয় না, তিনিও তাঁহার প্রভুর পদাশ্রয় লাভের নিরন্তর প্রার্থনা পরিত্যাগ করেন না। দেবমন্দিরে স্থিতি করিয়া ভগবানের নিকট আত্মনিবেদনই তাঁহার একমাত্র কার্য্য হইল। অনেক

দিন এই ভাবে গত হয়। কথিত আছে, একদা অকস্মাৎ তাঁহার অন্তরে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়া তাঁহার সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করিল। স্বর্গ-ধাম তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইল, এবং সেই অপূর্ব্ব শোভার মধ্যে ক্যাথেরাইণ আশাপ্রদ দৈব-বাণী শ্রবণ করিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিলেন, "প্রভো, আমি তোমার জন্য আকুল হইয়া কত কাঁদিয়া বেড়াইয়াছি, কত রজনী অনিদ্রা ও আর্ত্তনাদে কাটাইয়াছি, তোমা বিনা আমার জীবন দুঃখের সমুদ্রবিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল, তুমি এত দিন কোথায় ছিলে? আমার আর্ত্তনাদ কি তোমার কর্ণগোচর হয় নাই?" প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, "বৎসে, আমি তোমার হৃদয়মধ্যেই লুক্কায়িত, তোমাকে ছাড়িয়া আমি অন্যত্র কখন যাই নাই, তোমার সমস্ত অশ্রুবিন্দু ও দুঃখ তোমার হৃদয়ে থাকিয়া দর্শন করিয়াছি, তুমি আমাকে দেখিতে পাও নাই। আমি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তোমার হৃদয়কে দুশ্চিন্তা ও দুর্গতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে দিয়াছি, কারণ এ সমস্ত আক্রমণে তোমার সগদতি হইবে। যখন তোমার সংগ্রামের কাল অতি-

বাহিত হইল, তুমি যথেষ্ট বল উপার্জ্জন করিলে, এবং উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইল, আমি আমার মুখের জ্যোতিঃ তোমার সম্মুখে প্রকাশ করিলাম, তদ্দ্বারা তোমার সমস্ত দুঃখ তিরোহিত হইল। তুমি নিজের পরীক্ষা ও অন্তরের দুঃখকে বিশ্বাসের সহিত আলিঙ্গন করিয়াছিলে বলিয়া তোমার সান্ত্বনা ও পুরস্কারস্বরূপ আমি আত্মপ্রকাশ করিলাম। ইহা তুমি নিশ্চয় জানিও যে, ভক্তের পরীক্ষা দুঃখই আমার সন্তোষের কারণ নহে, কিন্তু তিনি যখন সাহস ও বিশ্বাসের সহিত সেই সকল দুঃখ পরীক্ষা বহন করেন তখনই আমার আনন্দ হয়। যে ভাবে তিনি সেই সমস্ত দুঃখ পরীক্ষা গ্রহণ করেন, আমি তৎপ্রতি এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া থাকি।" তখন ক্যাথেরাইণের শুষ্ক মরুভূমি সদৃশ হৃদয়ে প্রেম ভক্তি ও বিনয়ের সাগর যেন উথলিয়া উঠিল, এবং তিনি কিয়ৎকাল আপনার ভাবে বিহ্বল হইয়া হতচেতনপ্রায় হইয়া রহিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার প্রাণে ঈশ্বরদর্শন দেবদর্শনের ভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তাঁহার শ্মশানরূপ জীবন যেন পুষ্পোদ্যানে পরিণত হইল।

এই সময় সিয়ানস্থ একটী মঠের ক্যাথেরাইণের এগ্ডিয়া নাম্নী জনৈক সহসাধিকা অত্যন্ত পীড়িতা হন। তাঁহার স্তনে এমন একটি ভয়ানক ক্ষত হয় যে, তদ্দ্বারা তাঁহার সমস্ত বক্ষঃস্থল পচিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এগ্ডিয়াকে সিয়ানা নগরস্থ প্রকাশ্য চিকিৎসালয়ে উপনীত করা হয়। তাঁহার ক্ষত এমনি ভয়ানক আকার ধারণ করিল ও এমনি দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হইল যে, তজ্জন্য উক্ত চিকিৎসালয়ে লোকের অবস্থান করা কষ্টকর হইয়া উঠিল। দুঃখিনী এগ্ডিয়ার নিকট এ অবস্থায় কাহার পক্ষে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইল। ক্যাথেরাইণের হৃদয় দুঃখী অনাথ জনের জন্য সর্ব্বদা ক্রন্দন করিত, তিনি তাঁহার সেবা করিতে অগ্রসর হইলেন, এবং এক দিন তাঁহার নিকট আসিয়া অনেক সান্ত্বনা দিয়া সস্নেহে বলিলেন, "ভগিনি, তোমার ভাবনা কি? যত দিন তোমার রোগ থাকিবে তোমার এই ভগিনী তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকিবে, তুমি অনুগ্রহ করিয়া কেবল ইহার সেবা গ্রহণ করিয়া ইহাকে কৃতার্থ করিও।" এগ্ডিয়া

এই কথায় কৃতজ্ঞতাপূর্ণহৃদয়ে ক্যাথেরাইণকে বার বার নমস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহার রোগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার ক্ষত দুর্গন্ধ ক্লেদ ও কীটে এমনি পরিপূর্ণ হইল যে, ক্যাথেরাইণ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি সেই দিকে অগ্রসর হইতে পারিত না। ক্যাথেরাইণ প্রতিদিন সেই ক্ষত স্বহস্তে ধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া নূতন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত করিতেন, সমস্ত নগরবাসী নর নারী, তাহা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন এবং রোগী নিজে কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইতেন। প্রাকৃতিক নিয়ম কাহাকেও পরিত্যাগ করে না। এক দিন যেমন ক্যাথেরাইণ রোগীর নিয়মিত পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিলেন, দুর্গন্ধ তাঁহার নাসিকারন্ধ্রে এমনি প্রবেশ করিল যে, তাহাতে তাঁহার ঘৃণা উদ্রেক হইল, তিনি বমনে উদ্যত হইলেন। নিজের এই প্রকার অবস্থান্তর দর্শনে তিনি নিজের উপর যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, এবং সেই চিত্তবিকারে আপনার পাপ দুর্ব্বলতা অনুভব করিয়া আপনাকে অত্যন্ত ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ধিক্

তোমাকে, প্রভুর রক্তে ধৌত হইয়া যে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে তোমার অন্তরে এরূপ ভাবের উদয় হয়? এক দিন তুমি তাঁহার মত—অথবা তাঁহা হইতে অধিকতর রোগগ্রস্ত ও লোকের কৃপাপাত্র কি হইতে পার না? আজ তোমার অন্তরে যেরূপ জঘন্য ভাব হইল সে জন্য তুমি শাস্তি না পাইয়া অমনি অব্যাহতি প্রাপ্ত কখনই হইবে না।” ক্যাথেরাইণ এই প্রকারে আপনাকে তিরস্কার করিয়া অনুতাপপূর্ণ অন্তরে আত্মনির্য্যাতন অভিপ্রায়ে এণ্ড্রিয়ার ক্ষতের উপর আপন মুখ সংস্থাপন করিলেন, এবং জিহ্বা দ্বারা সেই সমস্ত ক্লেদ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। এণ্ড্রিয়া এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার দর্শন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “ভগিনি, ওরূপ কখন করিও না, এ হতভাগিনীর শরীরের বিষ দ্বারা তোমার ঐ সোণার অঙ্গকে বিষাক্ত আর করিও না। আমি এ প্রকার দৃশ্য কখনই সহ্য করিতে পারি না।” ক্যাথেরাইণ আত্মনিগ্রহ ও আত্মশুদ্ধির জন্য এই ভয়ানক সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সিদ্ধিলাভ না করিলে তিনি

নিরস্ত হইতে পারেন না। যখন তিনি দেখিলেন, তাঁহার শরীর মনের উপর ভগবানের ইচ্ছার জয় পূর্ণ ভাবে হইয়াছে, তাঁহার অন্তরে শান্তির জ্যোৎস্না প্রকাশ পাইয়াছে, তখন তিনি এণ্ড্রিয়ার ক্ষত হইতে আপন মুখ বিচ্ছিন্ন করিয়া মস্তক উত্তোলন করিলেন। আর এক দিন এণ্ড্রিয়ার ক্ষত ধৌত করিতে দুর্গন্ধে ক্যাথেরাইণের ঘৃণা ও বমনোদ্রেক হয় তাহাতে তিনি অনুতপ্ত হইয়া সেই ক্ষত ধৌত জল পানপূর্ব্বক তাহার প্রায়শ্চিত্ত করেন।

ক্যাথেরাইণ যে কেবল দীন দুঃখীদিগকে ধন দান বস্ত্র দান অন্ন দান করিয়া পরসেবা করিতেন তাহা নহে, তিনি চিকিৎসালয়স্থ দীন দুঃখী ও দুরারোগ্য এবং ভয়ানক ভয়ানক উৎকট রোগে রুগ্ন ব্যক্তিদিগের সেবা করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেন। তিনি এই পরসেবাব্রতপালন করিতে গিয়া যেরূপ অসমসাহসী ও অভূতপূর্ব্ব কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেন তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সিয়ানা নগরে তখন একটি সামান্য প্রকাশ্য চিকিৎসালয় ছিল। সেই চিকিৎসালয়ের অবস্থা এরূপ হীন ছিল যে, বিশেষ বিশেষ রোগীর জন্য

কোন প্রকার বিশেষ ব্যবস্থা হওয়া অসম্ভব ছিল। এরূপ বিশেষ বন্দোবস্তের অভাবে কত হতভাগ্য ব্যক্তির যে নিরাশ্রয় অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই। এই সময় টেক্কা নাম্নী জনৈক দুঃখিনী হতভাগিনী মহাব্যাধি-রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। এই বিপদে টেক্কার শেষ কপর্দ্দক পর্য্যন্ত ব্যয়িত হইয়া যায়, এবং পীড়াও এমন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে যে, উক্ত প্রকাশ্য চিকিৎসালয়ের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত তাঁহার আর গত্যন্তর রহিল না। তিনি সেই অবস্থায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাঁহার পীড়া এমনি গুরুতর হইয়া উঠিল যে, তাহাতে তাঁহার সমস্ত শরীর স্ফীত ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িল, এবং সেই সমস্ত ক্ষত হইতে এমনি দুর্গন্ধ বাহির হইতে লাগিল যে, হতভাগিনীর ত্রিসীমায় অগ্রসর হওয়া মানুষের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। চিকিৎসালয়ের অবস্থাও তাদৃশ উন্নত ছিল না যে, তাহার জন্য কোন প্রকার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে। এজন্য তত্রস্থ কর্ত্তৃপক্ষগণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন

যে, অবিলম্বেই দুর্ভাগিনী টেক্কাকে জীবিতাবস্থায়ই প্রান্তরে নিক্ষেপ করিয়া আসা হয়। টেক্কা অল্প-ক্ষণ পরেই বন্যজন্তুর আহার্য্য হইয়া পড়িতেন, কিন্তু ক্যাথেরাইণ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত অন্তরে সেই চিকিৎসালয়ে উপস্থিত হই-লেন। তিনি দয়ার্দ্র চিত্তে একেবারে হতভাগিনী টেক্কার নিকট উপনীত হইলেন, এবং সজলনয়নে সস্নেহে বার বার তাহার সেই দুর্গন্ধময় ক্ষত বিক্ষত মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "প্রিয়তমে, আমি যে কেবলমাত্র তোমার সকল অভাব মোচনের ভার গ্রহণ করিলাম তাহা নহে, কিন্তু আমি তোমার অনুগতা চিরদাসী হইয়া থাকিব।" ইহার পর হইতে ক্যাথেরাইণ সম্পূর্ণরূপে টেক্কার সেবিকা নিযুক্ত হইলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং অতি যত্নের সহিত তাহার সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সাদরে তাহার সকল অভাব মোচন করিতেন। অশেষ দুঃখ, বহুকাল রোগ যন্ত্রণা এবং একান্ত দারিদ্র্য সহ্য করিলে মন স্বভাবতঃ কঠোর হইয়া থাকে, এবং অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রেম ও সদ্ভাব সকল তিরোহিত

হইয়া যায়, তাহার উপর টেক্কার স্বভাব চরিত্র পবিত্র ছিল না, আজীবন গুরুতর পাপে লিপ্ত থাকিলে মন যেরূপ নীচ হইয়া থাকে তাহার তাহাই হইয়াছিল। ক্যাথেরাইণ যতই মাতৃবৎ প্রেম ও স্নেহের সহিত টেক্কার সেবা করিতে লাগিলেন ততই তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞ বা বিনীত না হইয়া ক্রোধ অহঙ্কার ও অকৃতজ্ঞতার অধীন হইতে লাগিল। উপকারের পরিবর্ত্তে সে উপকারীর প্রতি অপমান ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। যখনই তাহার সেবায় অণুমাত্র ত্রুটি হইত তথবা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুরূপ আহার্য্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইত না, তখনই সে ক্যাথেরাইণের প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করিত। উপাসনা ক্যাথেরাইণের অত্যন্ত প্রিয়সামগ্রী ছিল, এবং যখনই তিনি উপাসনায় নিযুক্ত হইতেন তখনই তাঁহার প্রেমোন্মত্ততা হইত। এই মত্ততার জন্য অনেক সময় টেক্কার সেবায় উপস্থিত হইতে তাঁহার একটু বিলম্ব হইত। এইরূপ বিলম্বের পর তিনি রোগীর নিকট সমাগত হইলেই হতভাগিনী ঈর্ষ্যা ও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ব্যঙ্গচ্ছলে এইপ্রকার সম্বোধন করিত,

"ফণ্টিব্রাণ্ডার মহারাণি তোমাকে প্রণাম করি, তুমি উপাসনার ছলে সমস্ত দিবস সন্ন্যাসীদিগের সহবাসে কাটাইয়া আসিলে, তোমার এখানকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল কে করিয়া দেয়? তোমার নিকট তোমার প্রিয়তম সন্ন্যাসীদিগের সহবাসই বড়ই মধুর বলিয়া বোধ হয়।" এই সমস্ত কথায় হত-ভাগিনী স্পষ্টাক্ষরে এরূপ ভাব প্রকাশ করিত, যেন তাঁহার সহিত সন্ন্যাসীদিগের কোন প্রকার অযথা সম্বন্ধ আছে। সে বিধিমতে ক্যাথেরাইণকে ক্রোধান্বিত করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহাতে তাঁহার মন অণুমাত্র বিচলিত হইত না। তিনি অতি শান্ত ভাবে সস্নেহ ও মধুর ভাষায় তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন "বৎসে, অদ্য আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছে, কিন্তু চিন্তা কি? আমি এখনই তোমার এই সমস্ত অভাব মোচন করিয়া দিতেছি।" অনন্তর তিনি অবিলম্বে তাহার আহার্য্য সামগ্রী আদি প্রস্তুত করিতেন, এবং তাহার ক্ষত গুলি ধৌত করিয়া তাহাকে নিজ হস্তে ভোজন করাইয়া দিতেন। দুঃখীর প্রতি ক্যাথেরাইণের অভূতপূর্ব্ব দয়া দেখিয়া সকল লোকেই চমৎকৃত হইত

কেবল সেই দুরন্ত দুর্ভাগিনী টেক্কার হৃদয় পূর্ব্ববৎ কঠোরই রহিল। ক্যাথেরাইণ অবিচলিত চিত্তে এবং দয়ার্দ্র হৃদয়ে সেই দুঃখিনীর সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। টেক্কার কুষ্ঠ রোগ পাছে তাঁহার শরীরে সংক্রামিত হয়, এই ভয়ে সকলে তাঁহাকে সতর্ক করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্যাথেরাইণ ভগবানের হস্তে আপনার দেহ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি এ সমস্ত কথায় বধির হইয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার হস্ত পদে মহাব্যাধি প্রকাশ পাইল। মহাব্যাধিগ্রস্ত রোগীরা সকল দেশেই হতভাগ্য, জনসমাজে পরিত্যক্ত ও ঘৃণিত এবং জীবন থাকিতে মৃতের ন্যায় কাল যাপন করে। ক্যাথেরাইণ পরসেবায় ইচ্ছাপূর্ব্বক মহাব্যাধিগ্রস্ত হইলেন, কিন্তু সে জন্য তিনি তিলমাত্র ক্ষুণ্ন বা দুঃখিত হইলেন না, তিনি তাহাতে বরং আহ্লাদিত হইলেন, পরসেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া তিনি মহাব্যাধিগ্রস্ত হওয়া মনোনীত করিলেন। ক্যাথেরাইণ আপনার শরীরকে ধূলিবৎ জ্ঞান করিতেন, এবং প্রভুর ইচ্ছাপালনের জন্য মহাব্যাধিকেও তুচ্ছ করিতেন। অনেক দিন কষ্ট ভোগ করিয়া টেক্কার

জীবন শেষ হইল। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার সমস্ত শরীর স্ফীত, এবং দুর্গন্ধময় হইয়া এরূপ ভয়ঙ্কর ও বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছিল যে,কাহার সাধ্য ছিল না যে, তাহার ত্রিসীমায় অগ্রসর হয়। ক্যাথেরাইণ প্রেম ও যত্নের সহিত স্বয়ং তাহা ধৌত ও নূতন বস্ত্রে আবৃত করিয়া একাকিনী তাহার সৎকার করিলেন। কথিত আছে যে, টেক্কার মৃত্যুর পরেই ক্যাথেরাইণের মহাব্যাধি রোগ তাঁহার বিশ্বাস ও প্রভুনিষ্ঠার পরীক্ষা করিয়া আপনাপনি অন্তর্হিত হইল, এবং তাঁহার বিশ্বাস ও প্রেমই সর্ব্বথা বিজয়ী হইয়া উঠিল।

চরিত্রে কলঙ্কারোপ ও তন্মোচন।

সাধ্বী ক্যাথেরাইণ আত্ম-নিগ্রহপূর্ব্বক এণ্ড্রিয়ার দুর্গন্ধময় ক্ষত জিহ্বা দ্বারা লেহন করিয়া নিজ আত্মার উপর জয় লাভ করিলে পর কিছু দিন এণ্ড্রিয়া তাঁহার নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভরে অবনত ছিলেন। মনুষ্যের দুর্ব্বল চিত্তের গতি কে বুঝিয়া উঠিতে পারে? কোথায় কোন্ সামান্য কারণ হইতে সে যে কি ভয়ানক নরকের

গভীরতম হ্রদে নিমগ্ন হইতে পারে তাহা কেহই জানে না। এঞ্জিয়া পূর্ব্বে একজন তপস্বিনী ছিলেন। তিনি অনেক সাধন ভজন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমসাধিকা ক্যাথেরাইণ যে ধর্ম্মের এত উচ্চ শিখরে এরূপ সহজে আরোহণ করিতে সমর্থা হইলেন, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। হিংসা তাঁহার চক্ষে বিকৃত দৃশ্য সকল দেখাইতে লাগিল। তিনি ক্যাথেরাইণের একটি কার্য্য ও কথা ভাল ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। সে সমস্ত অতি উচ্চ ও স্বর্গীয় হইলেও তাহাদিগের মূলে পাপ অপবিত্রতা ও জঘন্য ভাব সকল স্থিতি করে মনে করিয়া তিনি নিরন্তর সে সকলের প্রতি সন্দিহান হইতে লাগিলেন। সন্দেহ ও হিংসা-রূপ নরকাগ্নি একবার মনোমধ্যে জ্বলিয়া উঠিলে তাহা কে নির্ব্বাণ করে? অবশেষে সন্দিগ্ধচিত্ত ও হিংসুক ব্যক্তি শত্রুর মধ্যে নরক ব্যতীত আর কিছু দেখিতে সুক্ষম হয় না। ক্যাথেরাইণের এঞ্জি-য়ার নিকট আসিতে পূজোপসনার জন্য মধ্যে মধ্যে বিলম্ব হইত, সে তাঁহার অনুপস্থিতির কারণ অতি জঘন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। প্রকাশ্যে এই

কথা প্রচার করিতে লাগিল যে, ক্যাথেরাইণের চরিত্র অত্যন্ত অপবিত্র, তাঁহার সতীত্ব নাই, তিনি মঠের সন্ন্যাসীদিগের সহিত জঘন্য সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই কথা একবার প্রচারিত হইতে না হইতেই চতুর্দ্দিকে ইহা বিস্তারিত হইল। সকলে বলিতে লাগিল, "ক্যাথেরাইণ অত্যন্ত কপটাচারিণী, তিনি নিজ জীবনের ভয়ানক জঘন্য পাপ ঢাকিবার জন্য এ প্রকার ধর্ম্মের ভাণ করিয়া বেড়ান।" সংসার অতি ভয়ানক, উহা সাধু সাধ্বীদিগের চরিত্রের বিরুদ্ধে কুভাব পোষণ করিতে ও তাহা লইয়া আমোদ করিতে প্রস্তুত। কামিনী কাঞ্চন সম্বন্ধীয় পাপসম্বন্ধে উচ্চ শ্রেণীর সাধকগণও যে অতীত নন, ইহা সংসারী লোকে মনে করিতে পারে না। নির্দ্দোষ চরিত্র ও সরল চিত্ত পুণ্যবতী ক্যাথেরাইণের বিরুদ্ধে অপবাদ সকল দাবানলের ন্যায় চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। রাজার রাজপ্রাসাদে, দুঃখীর পর্ণ কুটীরে, বিদ্বৎসমাজে ও মূর্খদিগের মণ্ডলীতে—যথাতথা এই নিদারুণ কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। অবশেষে মঠের সন্ন্যাসিনীরা ক্যাথেরাইণকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে অনেকে একেবারে তাঁহাকে পাপীয়সী নারকী সিদ্ধান্ত করিয়া আপনাদের ত্রিসীমায় আসিতে একেবারে দিলেন না। ক্যাথেরাইণের সমসাধিকা সন্ন্যাসিনীগণ অবশেষে এগ্‌ড্রিয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত কি, তাহা জনিতে চাহিলেন। পাপ ও শয়তান দ্বারা বিভ্রান্ত পাপীয়সী এগ্‌ড্রিয়া দেখিল যে, তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, জন্মের মত ক্যাথেরাইণের সর্ব্বনাশ করিবার অবসর সমাগত। সেই হতভাগিনী আপন পরমোপকারী বন্ধু ও অসহায়াবস্থার সহায়, স্বর্গীয় দূত সদৃশী ক্যাথেরাইণের বিরুদ্ধে এই প্রকার জঘন্য অপবাদ ও কলঙ্ক ঘোষণা করিতে লাগিল। সন্ন্যাসিনীগণ এগ্‌ড্রিয়ার কথা শুনিয়া একত্র হইয়া ক্যাথেরাইণকে ডাকাইলেন, এবং তাঁহার নামে প্রচারিত কলঙ্কের কথা স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে বিধিমত তিরস্কার ও ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। ক্যাথেরাইণ বিপদ্‌ ও মিথ্যা অপবাদরূপ সাগরে পড়িয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য কলঙ্কভঞ্জনের চরণ তরণী দৃঢ়রূপে

অবলম্বন করিয়া রহিলেন এবং প্রশান্ত ভাব, অনু-পমা সহিষ্ণুতা ও অটল দৃঢ়তা সহকারে মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মাননীয় নারী ও প্রিয়তমা ভগিনীগণ, আমি আপনাদিগকে নিশ্চয় রূপে এই কথা বলিতে পারি যে, প্রভু ঈশার কৃপায় আমি চির-কাল নিষ্কলঙ্ক কুমারীই আছি।" সন্ন্যাসিনীগণ একথা মিথ্যা মনে করিয়া অত্যন্ত কোপান্বিতা হইয়া তাঁহার প্রতি নানা প্রকার দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ক্যাথেরাইণ কেবল মৃদুস্বরে অবনত মস্তকে পূর্ণ অন্তরে আত্মপক্ষ সমর্থন জন্য বার বার এই কথা বলিতে লাগিলেন, "সত্যসত্য আমি চির কুমারী, সত্য সত্য আমি চিরকুমারী।" এ প্রকার দুর্ব্ব্যবহার পাইয়াও এণ্ড্রিয়ার প্রতি ক্যাথেরাইণের কিছুমাত্র ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই। তিনি ক্ষমায় বিগলিত হইয়া সস্নেহভাবে হতভাগিনী এণ্ড্রিয়ার নিত্য নিয়মিত সেবা দেহ মনযোগে করিতে লাগি-লেন। কিন্তু তিনি অন্তরের নির্জ্জন কুটীরে তাঁহার প্রভুর নিকট নিরন্তর এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন যে, "হে আমার প্রাণপতি, সর্ব্বশক্তিমান্ উদ্ধার কর্ত্তা, সতী নারীর চরিত্রে অসতীত্বের কলঙ্ক

আরোপিত হইলে তাহার কত দূর লজ্জা ও দুঃখ অসম্ভ্রম হয় তাহা তোমার অবিদিত নাই। যাহারা তোমাকে পতি বলিয়া প্রাণ মন দিয়া জীবনের মত বরণ করে তাহাদিগকে এইরূপ ভয়ানক অপবাদ হইতে তুমি যুগে যুগে রক্ষা করিয়াছ। সংসার আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য যে কিরূপ ব্যস্ত তাহা তুমি দেখিতেছ, তুমি জান যে, আমি নির্দ্দোষী, এবং শয়তানের জয় যাহাতে না হয় সর্ব্বদাই সে চেষ্টা করি। এখন আমার আর কেহ সহায় নাই, তুমি আমার সহায় হও।"

এ দিকে ক্যাথেরাইণের মাতা লাপা দেখিতে পাইলেন যে, পুণ্যের প্রতিমাস্বরূপা তাঁহার সাধ্বী কন্যার সম্বন্ধে চারি দিকে অশ্রোতব্য জঘন্য অপবাদ সকল প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে, সকলেই সেই অসম্ভব কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছে, এবং তাঁহার প্রিয়তম কন্যাকে ধিক্কার দিতেছে। তিনি এই বিষম কথা শুনিবামাত্র একেবারে উন্মাদিনীর ন্যায় দ্রুতবেগে কন্যার নিকট আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয় ক্যাথেরাইণ, কত বার তোমাকে বলিয়াছি যে, ঐ দুষ্টা নারী এণ্ড্রি-

য়ার ত্রিসীমায় যাইও না, তখন আমার কথা অগ্রাহ্য করিয়াছ বলিয়া তোমার এখন এই বিপদ্ হইল। চারিদিকে যে কাণ পাতা যায় না। তপস্বিনীগণ যে কি ভয়ানক কথা সকল কহিতেছেন তাহা কি শুন নাই? তোমার এত অপমান এত লজ্জা আমি যে আর সহিতে পারি না। এখন আমি তোমাকে এই কথা বলিতেছি, এখন হইতে যদি তুমি সেই হতভাগিনীর নিকট পুনর্ব্বার গমন কর, তবে আমি তোমাকে আর কখন কন্যা বলিয়া সম্বোধন করিব না।" ক্যাথেরাইণ এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ রহিলেন, অবশেষে মনের আবেগ আর সম্বরণ করিতে না পারিয়া মাতৃসমীপে বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "জননি, মনুষ্যের অকৃতজ্ঞতায় কি কখন ঈশ্বরের দয়া শুষ্ক হইয়া যায়? তিনি কি আমাদিগের প্রতি এত ঘোর অপরাধ সত্ত্বেও অপূর্ব্ব দয়া করিতেছেন না? আমাদের প্রভু ঈশা কি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া অশেষ অপমান ও নিন্দা সহ্য করিয়া জগতের পাপভার গ্রহণ পূর্ব্বক শত্রুর পরমোপকার সাধন করেন নাই? ফলতঃ তুমি অত্যন্ত দয়ালু, তুমি জান আমি যদি এখন সেই অসহায়

এণ্ড্রিয়াকে পরিত্যাগ করি, আর কেহ তাহার নিকট গমন করিবে না। সে অসহায়াবস্থায় মরিলে তাহার মৃত্যুর জন্য কি আমি দায়ী হইব না, এবং সেই জন্য আমার কি মহা বিচারপতির নিকট দণ্ডনীয় হইতে হইবে না? সে এখন ভ্রান্ত হইয়া আমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু ভগবান্ কি কোন মুহূর্ত্তে তাহার ভ্রম তিরোহিত করিতে পারেন না।" ক্যাথেরাইণের এই সমস্ত কথা শুনিয়া মাতা চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার সকল দুঃখ চলিয়া গেল, তিনি অত্যন্ত সান্ত্বনা পাইলেন।

অসাধ্য সাধন হয়, প্রেমে পাষাণ বিগলিত হয় ও বনের পশু পর্য্যন্ত বশীভূত হয়। এক প্রেমের ও ক্ষমার দ্বারা জগৎপতি ধর্ম্মরাজ কঠোর চিত্ত পাপীর হৃদয়কে বশ করেন। প্রেম সকলি করিতে পারে। এণ্ড্রিয়ার প্রতি ক্যাথেরাইণ প্রসন্ন হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার মঙ্গলের জন্য অশ্রু-বর্ষণ পূর্ব্বক কত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনা ও অশ্রুজল বিফল হইবে, এরূপ কখন সম্ভব নয়। সাধুর প্রসন্নতায় যে পাপীর মঙ্গল হইবে তাহা আর বিচিত্রতা কি? সচরাচর দেখিতে

পাওয়া যায় যখন মানুষের পাপের ভরা পূর্ণ হয় তখনই তাহার শুভদিনের অভ্যুদয় হইবার সময় উপস্থিত হয়। এণ্ড্রিয়ার মন ক্রমে বিগলিত হইতে আরম্ভ হইল, অনুতাপানলে তাহার কঠোর চিত্ত দগ্ধ হইতে লাগিল, সে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। এমন গুণবতী পুণ্যবতী উপকারী বন্ধুর বিরুদ্ধে অকারণ শত্রুতা করিয়াছিল, ভয়ানক মিথ্যা অপবাদ প্রচার দ্বারা তাঁহার সর্ব্বনাশের যে চেষ্টা করিয়াছিল, একে একে এসকল চিন্তা উদিত হইয়া তাহাকে নিপীড়িত জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। যে সমস্ত সন্ন্যাসিনী ও অপরাপর সম্ভ্রান্ত লোকের নিকট সে ক্যাথেরাইণের সম্বন্ধে মিথ্যা কথা রটনা করিয়াছিল তাঁহাদিগকে ডাকাইয়া একত্র করিল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মদোষ স্বীকার করিয়া এরূপ বলিল, "ক্যাথেরাইণের চরিত্রের বিরুদ্ধে আমি এতকাল আপনাদিগের সমক্ষে যে ভয়ানক কথা সকল প্রচার করিয়াছি সেই সমস্ত কথাই সম্পূর্ণ অসত্য ও অমূলক। ক্যাথেরাইণ যে কেবল নির্দ্দোষী তাহা নহে, তিনি স্বর্গের দেবী ও মহা-সাধ্বী, তিনি সর্ব্বদাই পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক পরিচালিত

ও পরিপূর্ণ হইয়া থাকেন। আমি নিজে শয়তান দ্বারা পরিচালিত হইয়া উক্ত কুকার্য্য করিয়াছি।” তখন সে ক্যাথেরাইণের পদতলে পতিত হইয়া বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। ক্যাথেরাইণ কখন এণ্ড্রিয়ার প্রতি ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হন নাই, প্রেম ও স্নেহের ব্যবহার সর্ব্বদাই করিয়াছেন। তিনি এণ্ড্রিয়াকে আবার ক্ষমা করিবেন কি? তাহার মন শুদ্ধ হইল তাহাতেই তিনি পরম লাভ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। ইতি পূর্ব্বে যখন নিন্দা অখ্যাতি ও অপবাদের ঘন মেঘ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তখন তাঁহার মনের যেরূপ অবিচলিত অবস্থা ছিল, পুণ্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা বাক্য শ্রবণ করিয়া এখনও তাঁহার সেইরূপ অবিচলিত অবস্থা লক্ষিত হইল। তিনি পর্ব্বতের ন্যায় অটলভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার এরূপ সুন্দর ও স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া লোকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী স্বর্গের দেবী জ্ঞান করিতে লাগিল। বস্তুতঃ ক্যাথেরাইণ সম্পূর্ণরূপে আত্ম-বিনাশ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে ক্যাথেরাইণের মন ঈসরসহবাসের জন্য নিতান্ত লালায়িত হইয়া পড়িল। ঈশ্বরসহবাসই তাঁর জীবনের অন্ন জল, সুখ স্বাস্থ্য হইয়া উঠিল। ঈশ্বরবিচ্ছেদযন্ত্রণা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়া ছিল। অত্যন্ত সুরাসক্ত ব্যক্তি সুরা পান করিতে না পাইলে অথবা তাহার মত্ততা অল্পমাত্র হ্রাস হইলে যেমন সুরাপানের জন্য উন্মত্তপ্রায় ও জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠে, তাঁহারও দশা তদ্রূপ হইত। যখনই অল্পমাত্র বিচ্ছেদ হইত, তখনই তিনি উন্মত্তের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন। কথিত আছে যে, শ্রীগৌরাঙ্গের মনে যখন উক্তরূপ অবস্থা হইত তখন তিনি চীৎকার করিয়া পাগলের ন্যায় ক্রন্দন করিতেন, এবং ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়াইতেন; ক্যাথেরাইণের অবস্থাও তদ্রূপ হইয়া উঠিল। তিনি আপন অবিশুদ্ধতা ও পাপের জন্য অত্যন্ত দুঃখ ও অনুতাপ করিতেন। একদিন তিনি স্বপ্নযোগে দর্শন করিলেন যে, তাঁহার প্রভু তাঁহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া তাহার ভিতর হইতে তাঁহার হৃদয়কে বাহির করিয়া লইলেন। হৃদয়ের রং কৃষ্ণবর্ণ ও

দেখিতে অত্যন্ত কদাকার ছিল, ক্ষণকাল পরে তাহাকে সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলতা ও পুণ্যে শোভিত করিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থলে পুনর্ব্বার সংস্থাপিত করিয়া দিলেন। ক্যাথেরাইণ এই স্বপ্ন দর্শনের পর নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং তাঁহার অনন্ত জীবনের এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে বিলক্ষণ অনুভব করিলেন, এবং তিনি আপনাকে এক জন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত লোক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার অন্তরের শুষ্কতা আর রহিল না। হৃদয়ে অবিশ্রান্ত প্রেমের নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল, পুণ্যের শুভ্রতায় সমস্ত জীবন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, শান্তি ও আনন্দামৃত অন্তরে নিত্য বিদ্যমান রহিল। ক্যাথেরাইণের ভাবান্তর ও রূপান্তর হইয়া গেল, স্বর্গীয় বিমল জ্যোতিতে তাঁহার চক্ষু অনবরত তাঁহার প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন করিতে লাগিল ও তাঁহার হৃদয় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রেমামৃত পান করিতে লাগিল। তিনি সর্ব্বদাই সমাধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, ঈশ্বরদর্শনে ও ঈশ্বরের নাম শ্রবণে তাঁহার মন এমনি নিমগ্ন হইত যে, তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা আর থাকিত না. শরীর মৃত-

দেহের ন্যায় পড়িয়া থাকিত, আত্মা পরমাত্মাতে প্রেমানন্দে ডুবিয়া যাইত। এই সময়ে তাঁহার অন্তরে সাধুসমাগম হইতে লাগিল। সাধু পিটর, সাধ্বী মেরি প্রভৃতি পরলোকগত সাধু সাধ্বীগণ তাঁহার নিকটে প্রকাশিত হইলেন। ক্রমে ক্যাথে-রাইণের শরীর দুর্ব্বল হইতে লাগিল। একে আজীবন বৈরাগ্যের গুরুতর আঘাতে তাঁহার শরীর জীর্ণ হইয়াছিল তাহাতে সমাধি, প্রেমো-ন্মত্ততা ও ভাবের প্রবল আঘাতে তিনি আহত হইতে লাগিলেন, তাঁহার দুর্ব্বল শরীর প্রবল আত্মার গুরুভার সহিতে অক্ষম হইয়া পড়িল। তাঁহার আত্মা স্বর্গ হইতে উচ্চতর স্বর্গে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল, কিন্তু শরীর দুর্ব্বল ও রোগে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িল, তাঁহার দেহত্যাগের সময় নিকটবর্ত্তী হইল। এই সময়ে ক্যাথেরাইণ স্পষ্ট বুঝিলেন যে, তাঁহার সংসার ত্যাগ করিবার স্বর্গীয় নিমন্ত্রণ আসিয়াছে। তাঁহার আত্মাও সেই রোগ শোক জরা মৃত্যুর অতীত নিত্যধামে যাইবার জন্য সমুৎসুক ও ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তিনি এ সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অনুগামী-

দিগকে একত্র করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে যথো-চিত ধর্ম্মোপদেশ দিয়া পরস্পরকে বিচার না করিয়া প্রেম করিতে অনুরোধ করিলেন। আপনি তাঁহা-দিগের নিকট এক এক করিয়া বিদায় গ্রহণ করি-লেন। তাঁহার শরীর আপনাপনি জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং "তোমার হস্তে আমার আত্মাকে সমর্পণ করি" এই শেষ প্রার্থনা করিয়া ২৯ শে এপ্রেল ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে ৩৩ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।

সমাপ্ত।